পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 231 Wednesday, 22 July, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৩১ সংখ্যা ✱ ৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, বুধবার, ২২ জুলাই ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘কেউ যদি হুকিং করে পদক্ষেপ করুন, র‍্যানডম কাটতে থাকুন’

বকেয়া বিল না মেটালেও কী হবে জানালেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ রাজ্য প্রশাসনে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দফতর ধরে ধরে পর্যালোচনা বৈঠক শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিদ্যুৎ ভবনে আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে এক বর্ধিত বৈঠকে অংশ নিয়ে দফতরের কাজের স্বচ্ছতা, নিয়োগ, বকেয়া বিল আদায় এবং বিদ্যুৎ কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা নিয়ে একাধিক বড় ঘোষণা করলেন তিনি। বৈঠকের শুরুতেই দফতরের গুরুত্ব মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘বিদ্যুৎ একটি অত্যন্ত জরুরি পরিষেবা। এই দফতরের কোনও ছুটির দিন হয় না। সারাদিন-রাত পরিষেবা নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য। সামান্য ভুলের ফলে বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেলে গোটা সরকারের ইমেজ এবং কর্মক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। তাই সিরিয়াসনেস এবং সিনসিয়ারিটি-এই দুটি শব্দ বিদ্যু দফতরের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য।’’ বিদ্যুৎ চুরি রুখতে কড়া নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, ‘‘হুকিং একদম জিরো করতে হবে। নো পলিটিক্যাল ইন্টারভেনশন। কোনও বিধায়ক, সাংসদ বা শাসক দল বিজেপির কেউ ফোন করলেও শোনার দরকার নেই। র‍্যান্ডম বিদ্যুৎ সংযোগ কাটার অভিযান চালান।’’ এর

পাশাপাশি বকেয়া বিল আদায়ের ক্ষেত্রেও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও কমার্শিয়াল ক্ষেত্রে বকেয়া বিল আদায়ে জিরো টলারেন্স নীতি নিতে হবে। বড় বড় নেতারা ফঁকি দিচ্ছে, দুই জায়গায় লাইন কাটার পরই বোঝা গেছে। কোনও নেতার কথায় রেয়াত করা যাবে না। তবে সাধারণ ডোমেস্টিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে নোটিস দিয়ে কাজ করতে হবে।’’ বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের আর্থিক সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এরিয়ার ডিএ দেওয়া হচ্ছে। তিনি ঘোষণা করেন, ‘‘আগামী অক্টোবর মাস অর্থাৎ পুজোর মাসের বেতনের সঙ্গেই বকেয়া ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে।’’ এর পাশাপাশি তিনি মনে করিয়ে দেন, ‘‘সপ্তম পে কমিশন-এর টার্মস অফ রেফারেন্স তৈরি হয়ে গেছে। আগামী ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে আমরা পরবর্তী অর্থবর্ষের শেষে তা চালুর চেষ্টা করব।’’ বিদ্যুৎ দফতরে শূন্যপদ এবং ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ প্রসঙ্গে বিগত তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, ‘‘২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বা পুরসভা নিয়োগের মতো স্ক্যামে রাজ্যের বদনাম হয়েছে। তাই আমরা আর ডিপার্টমেন্টাল নিয়োগ করব না। আগামীতে সমস্ত শূন্যপদে ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মী নিয়োগ শতভাগ স্বচ্ছতার সঙ্গে পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর মাধ্যমে হবে।’’ পাশাপাশি, দফতরে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ফেরাতে ৩ বছর বা তার বেশি সময় এক পদে থাকা আধিকারিকদের জন্য বদলি নীতি চালুর কথা ঘোষণা করেন তিনি। তবে শারীরিক অসুস্থতা বা অবসর নেওয়ার ১ বছর বাকি থাকলে ছাড় দেওয়া হবে। স্মার্ট মিটার বসানো

● এরপর ৬ পাতায়...

সরকারি বাসে মহিলাদের জিরো ভ্যালু টিকিট নিয়ে আরও বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ আগেই সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্য যাতায়াতের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার রাজ্যে নতুন করে ৫০টি এসি বাসের উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে এবার বাসে পিঙ্ক কার্ড ঘোষণার কথা বললেন। এ কার্ডের কথা আগেই বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এই কার্ডে এখন কী বিশেষত্ব, তা বুঝিয়ে দিলেন। সরকারি পরিবহণে বিনামূল্য যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেক চাকরিজীবী মহিলাই আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা রোজগেরে, সরকারের এই পরিষেবা আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মহিলাদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেকেই করা হোক। মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও সেই বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। সেকথা বলতে গিয়েই পিঙ্ক কার্ডের কথা বললেন শুভেন্দু। যেসব মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগ ‘জিরো ভ্যালু টিকিট’-এর মাধ্যমে নিতে চান, তাঁদের জন্য দ্রুত চালু হচ্ছে ‘পিঙ্ক কার্ড’। অন্যদিকে, যেসব চাকরিজীবীরা রয়েছেন, যাঁরা উপার্জনের যোগ্য, যাঁরা ভাড়া দিতে চান- তাঁদের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে রাখা হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যে টিকিট কাটার বিকল্প ব্যবস্থাও! এই প্রকল্পের নিরবচ্ছিন্ন পরিচালনার জন্য বাজেটে অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমি পরিবহণ দফতরকে বলেছি, দ্রুত একটি পিঙ্ক কার্ড চালু করুন, যাঁরা জিরো ভ্যালু টিকিট নিতে চান, তাঁদের একটি করে পিঙ্ক কার্ড করে দেবেন। আর যাঁরা নিজেরাই টিকিট কাটতে চান, বলেন, আমরা ৫০ হাজার টাকা বেতন পান, তাঁদের জন্যও একটা বিকল্প ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এই খাতে ৪০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত নিগমগুলোকে দিতে হবে। সেটাও বাজেটে প্রভিসন রেখেছে।’’

তোলাবাজির মামলায় ফের গ্রেফতার অসিত মজুমদার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২১ জুলাইঃ থানায় ডেকে দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গ্রেফতার করা হল প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারকে। মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসা হয় তাঁকে। জানা গেছে, তোলাবাজির অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ ২১ জুলাই কালীঘাট তৃণমূলের সভায় যাওয়া কথা ছিল হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অসিত মজুমদারের। সেই মতোই তৈরি হচ্ছিলেন তিনি। এই সময় তাঁর

বাড়িতে হাজির হয় চুঁচুড়া থানার পুলিশের একটি দল। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। অসিতের অনুগামীদের অভিযোগ, পুলিশ অন্যায়ভাবে তাঁকে আটকে রেখেছে যাতে মমতার শহিদ সভায় যেতে না পারেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল সিবিআই পরিচয় দিয়ে অসিতের বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়ে টাকা চাওয়ার অভিযোগে হাবরা থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করে এনেছে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। তাকে চিহ্নিত করতে অসিতবাবুকে ডাকা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে তোলাবাজির মামলায় গ্রেফতার করা হয় চুঁচুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারকে। এর আগে গত ৩১ মে গ্রেফতার করা হয়েছিল অসিতবাবুকে। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া, তোলাবাজি, শ্লীলতাহানির একাধিক অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। ১৯ দিন জেলে থাকার পর জামিনে মুক্তি পান হুগলি জেলা তৃণমূল সভাপতি অসিত মজুমদার। এদিন তাঁকে গ্রেফতারের পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে থানায় নিয়ে আসার সময় অসিতবাবু বলেন, ‘‘সব আমার ভাগ্যের দোষ।’’

নিট প্রশ্ন-ফাঁস ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর কড়া বার্তা

‘কাউকে রেয়াত করা হবে না’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ জুলাইঃ নিট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে উত্তাল হয়েছে সংসদ। এদিকে, একই ইস্যুতে সংসদ অভিযান করছে ককরোচ জনতা পার্টি। এই আবহে এনডিএ বৈঠকে নিট-প্রশ্নফাঁস নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ এনডিএ সাংসদদের

সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই বৈঠক থেকেই নিট প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, প্রশ্নফাঁস রোধ করা শুধু সরকারের নয়, সমগ্র দেশের দায়িত্ব। নিটপ্রশ্ন ফাঁস নিয়ে বৈঠকে কী কী বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সেই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমকে বিস্তারিত জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী সবাইকে একযোগে একটি নির্ভুল পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। যাতে ভবিষ্যতে কোনও পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের ঘটনা না ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, অপরাধীদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। তিনি আরও জানিয়েছেন, কেউ কেউ প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে রাজনীতি করছেন। পড়ুয়াদের স্বার্থ সুরক্ষায় কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। সংসদের বাদল অধিবেশনে একাধিক বিল পেশ করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে, আইন প্রণয়নের কাজে এনডিএ-র

● এরপর ৬ পাতায়...

‘তৃণমূলে থেকে কী করেছেন, মুখ খুললে মুখোশ খুলে দেব’

২১-এর মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ তৃণমূল দল ভাঙার পর প্রথম একুশে জুলাই। তাই এ বছরের শহিদ দিবসের কর্মসূচি ছিল একেবারেই নজিরবিহীন। একদিকে মেয়ো রোডে আলাদা কর্মসূচি পালন করেছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির। অন্যদিকে বিড়লা তারামণ্ডল চত্বরে সমাবেশ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই মঞ্চ থেকেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের পাশাপাশি নিজের দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া নেতাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মমতা। একই সঙ্গে তাঁর কটাক্ষের অন্যতম লক্ষ্য ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভাষণের শুরু থেকেই দলত্যাগীদের নিয়ে আক্রমণাত্মক ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে তিনি বিজেপির ‘বি-টিম’ বলে দাবি করেন। তাঁর অভিযোগ, আলাদা রাজনৈতিক শিবির গড়ে তোলার আড়ালে বিজেপিকেই সাহায্য করা হচ্ছে। তাই দল ছেড়ে যাঁরা অন্য পথে গিয়েছেন, তাঁদের

উদ্দেশে কটাক্ষ ছুড়ে দেন তিনি। মমতার কথায়, ‘‘আমরা বেঁচে গেছি, চোরগুলো বিজেপিতে চলে যাচ্ছে। তাঁদের বলব, এভাবে বিজেপির পাশবালিশ হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। সরাসরি বিজেপিতেই যোগ দিন। আপনাদের জায়গা দলের ছাত্র-যুবরাই নিয়ে নেবে।’’ এরপরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ টেনে আরও তীব্র সুরে আক্রমণ শানান তিনি। নাম না করেই তাঁর অভিযোগ, বর্তমান সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বদলে শুধুমাত্র তৃণমূলকে দুর্বল করার রাজনীতি করছে। বিরোধীদের দমনের চেষ্টা চলছে বলেও দাবি করেন তিনি। এই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে মমতার হুঁশিয়ারি, ‘‘মুখ খুললে আপনি

● এরপর ৬ পাতায়...

‘শহিদ পরিবারগুলিকে মাসে ১০ হাজার টাকা দেবে দল!’

মমতাকে তোপ ঋতব্রত’র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ একুশে জুলাইয়ের সভা নিয়ে ঘাসফুল শিবিরের আড়াআড়ি বিভাজনের আবহে এবার মমতাপন্থী ‘কালীঘাট তৃণমূল’-কে তীব্র কটাক্ষ করলেন ‘বিদ্রোহী’ তৃণমূল নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে আয়োজিত সমান্তরাল একুশের মঞ্চ থেকে প্রথাগত ২১ জুলাইয়ের পালনের ধরন নিয়ে একের পর এক তোপ দাগলেন তিনি। মঙ্গলবার মেয়ো রোডের সভা থেকে নাম না করে কালীঘাট শিবিরকে বিঁধে ঋতব্রত মন্তব্য করেন, ‘‘শহিদ দিবসের মঞ্চ কোনও রিয়্যালিটি শোয়ের মঞ্চ নয়, কোনও ক্যাটওয়াকের জায়গা নয়। অথচ এতদিন এভাবেই পালিত হয়ে এসেছে। বাস থেকে নামিয়ে সেলিব্রিটিদের নিয়ে এসে মঞ্চ আলোকিত করার চেষ্টা চলেছে। নেতা-কর্মীরা সেখানে স্থান পেতেন না। সিরিয়ালে পার্শ্ব

চরিত্রে অভিনয় করা তারকা বা সিনেমার কলাকুশলীরা মঞ্চে জায়গা পেতেন, আর যাঁরা আসল সংগঠন সামলান, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা পিছোতে পিছোতে পিছনের সারিতে চলে যেতেন। মিথ্যে মামলা হলে জমি বিক্রি করে কর্মীদের মুক্ত করার জন্য যাঁরা লড়াই করতেন, তাঁদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি।’’ এদিনের সভা ঘিরে বিজেপি এবং বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে বাধার অভিযোগও তোলেন তিনি। ঋতব্রতর দাবি, বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁদের সমর্থকরা যখন সভায় আসছিলেন, তখন তাঁদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে এবং ভয় দেখিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি মহেশতলায় এক বিজেপি মণ্ডল সভাপতি কর্মীদের বাস আটকে হুমকি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ করে থানায়

● এরপর ৬ পাতায়...

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগ প্রকাশ

সিকিম বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে আছেন বাংলার শ্রমিকও!

কলকাতা ও গ্যাংটক, ২১ জুলাইঃ সিকিমের নামচি জেলায় সুড়ঙ্গ ধসে ভয়াবহ বিপর্যয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১১ জন। এখনও ধ্বংসস্তূপে আটকে রয়েছেন একাধিক। উদ্ধারকার্য চলছে। এই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে একজন বাংলার শ্রমিকও থাকতে পারেন, এমনই আশঙ্কা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর।

মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এও জানান, এই বিপর্যয় নিয়ে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা হয়েছে তাঁর। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রেম সিং তামাং জি’র সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। আমাদের রাজ্য সরকার পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বাসিন্দা, যারা সেখানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন, তাঁরা হয়তো দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন।’ তিনি আরও জানান, ‘ঘটনাস্থলে সহায়তা পৌঁছে দিতে মন্ত্রী শ্রী বিশাল লামা এবং দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক সিকিমের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। পাশাপাশি, আমাদের স্বরাষ্ট্রসচিব সিকিম প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন এবং উদ্ধারকাজ সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতির বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর নিচ্ছেন।’ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্য এবং যারা এখনও আটকে আছেন, তাদের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করছি।’ এই কঠিন সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সবধরনের সহযোগিতা ও সহায়তার বিষয়ে সিকিমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও আশ্বস্ত করেছেন বলে

● এরপর ৬ পাতায়...

নিজের পছন্দের হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবেন সোনম, জানাল দিল্লি হাইকোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ জুলাইঃ নিজের পছন্দের হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবেন সোনম ওয়াংচুক। জানিয়ে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। দিন কয়েক আগেই তাঁর স্ত্রী আদালতে আবেদন করেছিলেন যেন সোনমকে সফদরজং হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু, সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল আদালত। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যান সোনমের স্ত্রী। সেই আবেদনের শুনানিতে সোনমকে মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার অনুমতি দিল দিল্লি হাইকোর্ট। ২০ দিনের অনশনের পর যন্তর-মন্তর থেকে সোনমকে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। কিন্তু, হাসপাতালেও অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন সোনম। মেডিক্যাল বুলেটিনে দাবি করা হয়েছিল, কোনওরকম চিকিৎসা নিতে চাইছেন না তিনি।

ওষুধও খাওয়ানো যাচ্ছে না। এদিকে, ওয়াংচুকের স্ত্রী দাবি করেন, জোর করে আটকে রাখা হয়েছে সোনমকে। তাঁকে যেন মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার অনুমতি দেওয়া হয়। তখন দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছিল, সোনমকে আটকে রাখা হয়নি। তিনি একজন স্বাধীন ব্যক্তি। চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল তাঁর। তাই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কোনওভাবে স্বেচ্ছাচারী বলা যায় না। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় সোনমের স্ত্রী। এদিন, মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আমরা সোনমকে মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরের নির্দেশ দিচ্ছি। সফদরজং হাসপাতালে যে সমস্ত চিকিৎসা, রিপোর্ট ও নথি রয়েছে, সেগুলি মেদান্তকে হস্তান্তর করতে হবে। একইসঙ্গে, মেদান্ত হাসপাতালকে ওয়াংচুকের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি প্যানেল গঠনের নির্দেশও দিয়েছে আদালত। বিস্তারিত নির্দেশ পরে জারি করা হবে। কেন্দ্রের হয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা

● এরপর ৬ পাতায়...

নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে মোদির বাড়ির সামনে রাহুল-প্রিয়াঙ্কাদের বিক্ষোভ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ জুলাইঃ ককরোচ জনতা পার্টির ‘চলো সংসদ’ কর্মসূচির পরদিন কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়াল কংগ্রেস। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারি বাসভবনের উদ্দেশে বিক্ষোভ মিছিল করলেন রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়্গে ও প্রিয়ঙ্কা

গান্ধি। নিট-সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। মঙ্গলবার দুপুরে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের রাজাজি মার্গের বাসভবনের সামনে জড়ো হন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। সেখান থেকে রাহুল ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা লোক কল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে মিছিল করেন। প্রায় এক কিলোমিটারের এই পথে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন কংগ্রেস কর্মীরা। সোমবার ককরোচ জনতা পার্টির ডাকে দিল্লিতে ‘চলো সংসদ’ কর্মসূচিতে অংশ নেন মূলত ছাত্র-যুবরা। সংসদের দিকে মিছিল এগোতে গেলে দিল্লি পুলিশ ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স বাধা দেয়। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ককরোচ জনতা পার্টির দাবি, নিরাপত্তা বাহিনীর পদক্ষেপে বহু ছাত্র আহত হয়েছেন এবং কয়েকজন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। নিট প্রশ্নফাঁস এবং অন্যান্য পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগকে সামনে রেখে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি আরও জোরালো

● এরপর ৬ পাতায়...

সংসদ অভিযানে আহত ‘আরশোলা’দের দেখতে হাসপাতালে নাড্ডা! খোঁজ নিচ্ছেন কেজরি-রাহুলও

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ জুলাইঃ নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসকাণ্ড এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে

‘ককরোচ জনতা পার্টি’র সংসদ অভিযান ঘিরে সোমবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল রাজধানী দিল্লি। পুলিশের অনুমতি ছাড়া আয়োজিত এই মিছিলে লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসের মুখে পড়ে অসুস্থ ও আহত হয়েছেন সিজেপির একাধিক সদস্য এবং আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থদের শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজ নেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা। এদিন সকালেই আরএমএল হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের দেখতে হাজির হন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সঙ্গে ছিলেন সৌরভ ভরদ্বাজ ও অতিশী। পরবর্তীতে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়ঙ্কা গান্ধিও আহতদের দেখতে হাসপাতালে পৌঁছন। সোমবার যন্তর মন্তর চত্বরে বিক্ষোভকারীদের রুখতে ব্যারিকেড গড়ে তোলে প্রায় ৫ হাজার পুলিশ ও আধা সেনার বিশাল বাহিনী। ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করতেই দফায় দফায় খণ্ডযুদ্ধ বাধে। পুলিশ লাঠিচার্জ করার পাশাপাশি ককরোচ পার্টির কয়েকজন বহু শীর্ষ নেতাকে আটক করে। এই ঘটনার জেরে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। তিনি বলেন, ‘‘পরীক্ষার্থীদের উপর লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে অত্যাচার চালানো হচ্ছে। সংসদে এই বিষয়ে কথা বলতে চাওয়া হলেও বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছে এবং এটি গণতন্ত্র হত্যার চেষ্টা।’’ গতকাল দিল্লির রাজপথে অন্তত ২০ হাজার মানুষের ‘চলো সংসদ’ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। দফায় দফায় অশান্তির পর অবশেষে সোমবার বিকেলে জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করেন সিজেপির তিন নেতা। সোনম ওয়াংচুকের নিঃশর্ত মুক্তি, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা, মৃতদের পরিবারকে ১ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ- ১০ মিনিটের বৈঠকে তিনটি প্রধান দাবি জানানো হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক শেষে সিজেপি প্রতিনিধি দলের তরফ থেকে এই আলোচনাকে অত্যন্ত ‘ইতিবাচক’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ‘কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ ও দাবির কথা শুনেছেন। পুরো আলোচনাটি অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। সিজেপি প্রতিনিধি দল দৃঢ় আশাবাদী যে সরকার আমাদের দেওয়া দাবিগুলির বিষয়ে দ্রুত ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।’ তবে এরপরও আমরণ অনশন থেকে সরে আসেননি সোনম ওয়াংচুক। সোমবার হাসপাতাল থেকেই এক হাতে লেখা চিঠিতে সোনম ওয়াংচুক পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, তিনি আমরণ অনশন ভাঙছেন না, তাঁর সিদ্ধান্ত অব্যাহত থাকবে।

একুশে জুলাইয়ে শহিদ রতন মণ্ডলের পরিবারের বার্তা সব দোষীর শাস্তি হোক, প্রয়োজনে নতুন মামলার পক্ষেও সমর্থন’

সোনারপুর, ২১ জুলাই ঃ১৯৯৩ সালের একুশে জুলাইয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের কামরাবাদের শহিদ রতন মণ্ডলের পরিবার ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকল দোষীর শাস্তির দাবি জানাল। মঙ্গলবার একুশে জুলাইয়ে শহিদ দিবস উপলক্ষে তাঁরা একথা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে, সব শহিদ পরিবারের সম্মতি থাকলে নতুন করে মামলা দায়েরের উদ্যোগকেও তাঁরা সমর্থন করবেন বলে জানান।শহিদ রতন মণ্ডলের স্ত্রী মহারানি মণ্ডল বলেন, মেয়ে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাব। তবে তাঁর ছেলে সঞ্জয় মণ্ডল জানান, তিনি বাড়িতেই থাকবেন। পরিবারের বক্তব্য, শহিদদের প্রতি প্রকৃত সম্মান জানাতে হলে ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার এবং দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।এদিন পরিবারের উদ্যোগে কামরাবাদে বাড়ির কাছেই অবস্থিত রতন মণ্ডলের শহিদ বেদিতে মাল্যদান করা হয়। শহিদ বেদি ফুল দিয়ে সাজানোর পাশাপাশি সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকাও লাগানো হয়। অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যরাই উপস্থিত ছিলেন। অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মীকে সেখানে দেখা যায়নি।শহিদের পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন পরে হলেও ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক দোষীর শাস্তি নিশ্চিত হোক এবং প্রয়োজনে সব শহিদ পরিবারের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নতুনভাবে আইনি উদ্যোগ নেওয়া হোক।

বৃহস্পতিবার শুরু কমনওয়েলথ গেমস, ১৭৫ সদস্যের দল নিয়ে গ্লাসগোয় যাচ্ছে ভারত

commonwealth games GLASGOW 2026

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২১ জুলাইঃ বৃহস্পতিবার থেকে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় শুরু হচ্ছে কমনওয়েলথ গেমস। ভারতের ১৭৫ সদস্যের দল অংশ নিচ্ছে গেমসে। দলে রয়েছেন ১২৬ জন ক্রীড়াবিদ ও ৪৯ জন সাপোর্ট স্টাফ। এবারের গেমসে ইভেন্টের সংখ্যা ৮টি।আয়োজকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার গেমসে কুস্তি, ব্যাডমিন্টন, হকি এবং ক্রিকেটের মতো ভারতের অন্যতম শক্তিশালী ইভেন্ট গুলি থাকছে না। এর ফলে এবারের পদকের লড়াই আগের তুলনায় অনেক কঠিন হবে বলে মনে করছেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা।৮টি খেলায় ভারতের চ্যালেঞ্জএবার মূলত ৮টি বিভাগে। এর মধ্যে অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার এবং ভারোত্তোলনের মতো ইভেন্টেই ভারতের পদক জয়ের আশা সবচেয়ে বেশি থাকবে।৩২ সদস্যের অ্যাথলেটিক্স দলে সবচেয়ে বড় নাম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া। যদিও চোটের কারণে তাঁর নাম তালিকায় রাখা হয়েছে শর্তসাপেক্ষে।এছাড়া স্প্রিন্টার গুরিন্দরবীর সিং, অনিমেষ কুজুর, ডেকাথলিট তেজস্বিন শঙ্কর এবং শটপুটার তাজিন্দরপাল সিং তুরের মতো অ্যাথলিটরা ভারতীয় দলে থাকছেন।সাঁতারে যে ১১ সদস্যের দল ঘোষণা করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছেন ৫ জন সাঁতারু এবং ৬ জন প্যারা-সাঁতারু।অভিজ্ঞ সাজন প্রকাশ এবং শ্রীহরি নটরাজ থাকছেন ভারতীয় দলে।ভারোত্তোলনেও শক্তিশালী দল গেমসে পাঠিয়েছে ভারত। মীরাবাই চানু, বিন্দ্যারানি দেবী এবং লাভপ্রীত সিং-এর মতো তারকারা থাকছেন গেমসে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

লোকসভায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধির সংশোধনী বিল পেশ, বেঞ্চের চাপ কমাতেই কেন্দ্রের উদ্যোগ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ জুলাইঃদেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারপ্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার সোমবার লোকসভায় ’সুপ্রিম কোর্ট (বিচারপতির সংখ্যা) সংশোধনী বিল, ২০২৬’ পেশ করেছে। কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বিলটি লোকসভায় উত্থাপন করেন। এই সংশোধনী বিলের মাধ্যমে ’সুপ্রিম কোর্ট (বিচারপতির সংখ্যা) আইন, ১৯৫৬’-এ পরিবর্তন এনে ভারতের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির অনুমোদিত সংখ্যা বর্তমান ৩৩ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৭ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সরকারের মতে, দেশে ক্রমবর্ধমান মামলার চাপ, বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আরও বেশি সংখ্যক বেঞ্চ গঠন করা সম্ভব হবে, যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক, দেওয়ানি, ফৌজদারি এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, চলতি বছরের মে মাসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী একটি অধ্যাদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা ৩৩ থেকে ৩৭-এ উন্নীত করার অনুমোদন দিয়েছিলেন। সংসদের অধিবেশন না থাকায় তখন অধ্যাদেশের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। সংবিধান অনুযায়ী, সেই অধ্যাদেশের পরিবর্তে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যেই এবার সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন লোকসভায় সংশোধনী বিলটি পেশ করা হয়েছে।আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বিলটি উপস্থাপনের সময় জানান, দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিচারপ্রার্থীদের দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই সরকারের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি বিচারপ্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করবে এবং দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন থাকা মামলার জট কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।বর্তমানে ভারতের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ৩৩ জন বিচারপতির পদ রয়েছে। সংশোধনী বিলটি আইনে পরিণত হলে সেই সংখ্যা বেড়ে হবে ৩৭। অর্থাৎ প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্টের মোট বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়াবে ৩৮।সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ হওয়ায় বিচারব্যবস্থার পরিকাঠামো শক্তিশালী করার বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে বলে রাজনৈতিক ও আইন বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশের অভিমত। বিলটি আগামী দিনে সংসদের উভয় কক্ষে অনুমোদন পেলে সুপ্রিম কোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগের পথ আরও সুগম হবে এবং বিচারব্যবস্থার সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ জুলাই ঃ ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন লেবার পার্টির নেতা অ্যান্ডি বার্নহ্যাম। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, সোমবার রাজা তৃতীয় চার্লসের কাছ থেকে সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ গ্রহণের পর তিনি বাকিংহাম প্যালেস থেকে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে যান। এর আগে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বাকিংহাম প্যালেসে গিয়ে রাজা তৃতীয় চার্লসের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দেন।ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় অ্যান্ডি বার্নহ্যামকে আন্তরিক অভিনন্দন। ভারত ও ব্রিটেন অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে আবদ্ধ এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ও জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতা বিদ্যমান। এই মাসে সিইটিএ কার্যকর হওয়ায় আমাদের দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী হতে চলেছে। ভারত-ব্রিটেন ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করতে এবং আমাদের যৌথ ভিশন ২০৩৫-কে এগিয়ে নিতে আমি আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি।

বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২১ জুলাইঃবিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার কলকাতায় পরিবহণের এক অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা করেন। তাঁর দাবি, বালুরঘাট, মালদা এবং পুরুলিয়ায় তিনটি ডোমেস্টিক বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য অর্থ দিতে সম্মত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কল্যাণীতে হতে চলেছে অত্যাধুনিক মানের এয়ারপোর্ট। রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে শিল্পক্ষেত্রেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর কথায়, পরিবহণ ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটলে রাজ্যে শিল্প আসবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।পূর্ববর্তী সরকারের সমালোচনা করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আগের সরকারের দুর্বলতার কারণে ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে রাজ্যের সরাসরি বিমান যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে বর্তমান সরকার সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গের স্পঞ্জ আয়রন, ফেরো অ্যালয়, ইন্ডাকশন ফার্নেস ও রোলিং মিল শিল্পের জন্য শিল্পব্যাপী মজুরি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল

নিজস্ব প্রতিনিধি,২১ জুলাইঃ পশ্চিমবঙ্গের স্পঞ্জ আয়রন, ফেরো অ্যালয়, ইন্ডাকশন ফার্নেস এবং রোলিং মিল শিল্পের জন্য একটি ঐতিহাসিক শিল্পব্যাপী মজুরি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের মাননীয় পরিবহন ও শ্রম মন্ত্রী অর্জুন সিং। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রম দপ্তরের সচিব শ্রীমতী রচনা ভগত, বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার, অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার কিংশুক সিনহা, শ্রম দপ্তরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকবৃন্দ, ইপিএফ, ইএসআই, ফ্যাক্টরি ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দপ্তরের প্রতিনিধিরা ছাড়াও শিল্প ও মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।এই চুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির শ্রমিকদের মাসিক মজুরি গড়ে প্রায় ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১.৫ লক্ষ শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবেন।এই প্রথমবারের মতো চুক্তিতে ইপিএফ, ইএসআই, গ্র্যাচুইটি, ফ্যাক্টরি আইন প্রতিপালন এবং পরিবেশ (দূষণ) সংক্রান্ত বিধি প্রতিপালনের মতো বিষয়গুলিকে কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সমন্বিত উদ্যোগে বাস্তবায়িত হবে।এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গে শীঘ্রই কোড অন ওয়েজেস-এর অধীনে ফ্লোর ওয়েজ় কার্যকর হওয়ার পর তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মজুরি পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থাও এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।এই চুক্তি শ্রমিকদের উন্নত মজুরি, শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা, আইনানুগ প্রতিপালন এবং শিল্পে সুস্থ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রম-ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে ও গৃহীত হবে।

কসবাতে ৫০টি নুতন এসি বাসের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ রাজ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার কসবায় ৫০টি নতুন এসি বাস উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী দিনে রাজ্যে আরও ইলেকট্রিক বাস চালু করা হবে বলেও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। দেশের ১৭তম রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে চলেছে ওয়াটার মেট্রো পরিষেবা। পাশাপাশি কলকাতা মেট্রো পরিষেবার আরও সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার নতুন বাস উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে এ কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।মুখ্যমন্ত্রী জানান, চিংড়িঘাটা এলাকায় দীর্ঘদিনের যানজটের সমস্যার সমাধান মাত্র ১৭ দিনে করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্যের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে তিনি বলেন, সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত হলে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে। রাজ্যের ঘাড়ে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব যানবাহন রাস্তায় নামানোর কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আফগানিস্তানে বন্যায় ২০ জনের মৃত্যু, ১০০ জন নিখোঁজ

কাবুল (আফগানিস্তান), ২১ জুলাই ঃ আফগানিস্তানে ভারী বৃষ্টির কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সোমবার প্রবল বর্ষণের ফলে পূর্ব আফগানিস্তানের নুরিস্তান প্রদেশে বন্যায় হাহাকার পড়ে গিয়েছে। সরকারি আধিকারিকদের মতে, এই ঘটনায় ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত ৮০ জন আহত হয়েছেন। প্রায় ১০০ জন নিখোঁজ বলে জানানো হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ রাজ্যে ফের অভিযানে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সরকারি সুবিধা পাইয়ে দিতে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বনগাঁ, কলকাতা-সহ রাজ্যের ৮ জায়গায় মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা তল্লাশি চালান বলে খবর। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে চলে এই অভিযান।ইডি সূত্রে খবর, সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তোলা হতো, খবর সূত্র আজ জানি

প্রধানমন্ত্রীর পৌরহিত্যে এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠক, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার। এই বৈঠকের নাম দেওয়া হয় মঙ্গল মিলন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদের গ্রন্থাগার ভবনের জিএমসি বালযোগী অডিটোরিয়ামে আয়োজিত মঙ্গল মিলন বৈঠকে এনডিএ-এর সমস্ত সাংসদদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের কল্যাণই কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে দেশের কৃষকদের কোনও ক্ষতি হবে না। পাশাপাশি নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ঘটনাতেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, নিট পরীক্ষা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনিয়মের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ১৩ জনকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে, ফলাফল ঘোষণায় কোনও বিলম্ব না করে সফলভাবে একটি পুনঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে গৃহীত কঠোর পদক্ষেপের রূপরেখাও তিনি তুলে ধরেন। তিনি দোষীদের শাস্তি প্রদান এবং সম্মিলিতভাবে একটি ত্রুটিহীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। এছাড়াও তিনি বলেন, চলমান বর্ষাকালীন অধিবেশনে এনডিএ একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে। দেশের স্বার্থে উত্থাপিত বিল এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলো পাস করার সংকল্পে আমরা ঐক্যবদ্ধ। আমরা বিরোধী দলগুলিকেও আহ্বান জানাই, বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকলেও-দেশ, দেশের ভবিষ্য এবং যুবসমাজের জন্য তারা যেন একসঙ্গে কাজ করেন।

একুশে জুলাইয়ে হাওড়া স্টেশনে উধাও চেনা ভিড়, নেই তৃণমূলের অভ্যর্থনা মঞ্চ ও মিছিল

হাওড়া, ২১ জুলাই ঃএকসময় একুশে জুলাই এলেই হাওড়া স্টেশন ও ফেরিঘাট চত্বর জুড়ে দেখা যেত হাজার হাজার মানুষের ঢল। বিভিন্ন জেলা থেকে ট্রেনে করে আসা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে মুখর হয়ে উঠত গোটা এলাকা। তবে এ বছর সেই পরিচিত ছবি আর দেখা গেল না।মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত হাওড়া স্টেশন ও সংলগ্ন ফেরিঘাট এলাকায় ছিল কার্যত জনশূন্য পরিবেশ। অন্যান্য বছরের মতো কোথাও তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা, লাউডস্পিকার বা কর্মী-সমর্থকদের ভিড় চোখে পড়েনি। ছিল না কোনও অভ্যর্থনা মঞ্চ কিংবা আগত প্রতিনিধিদের জন্য খাবার ও বিশ্রামের ব্যবস্থাও।প্রতি বছর একুশে জুলাই উপলক্ষে বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক হাওড়া স্টেশনে এসে ফেরিঘাটের লঞ্চে চেপে কলকাতার শহিদ সমাবেশে যোগ দিতেন। হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে তাঁদের স্বাগত জানাতে বিশেষ মঞ্চ তৈরি করা হতো। কিন্তু এ বছর সকাল আটটা পর্যন্ত কোনও জেলার মিছিল বা সংগঠিত কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি দেখা যায়নি।রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবারের একুশে জুলাইয়ের চিত্র যে অতীতের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন, হাওড়া স্টেশন ও ফেরিঘাটের নির্জন পরিবেশই যেন তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অনশন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওয়াংচুক, জানালেন অভিজিৎ দীপকে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ জুলাই ঃ অনশন চালিয়ে যাবেন পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক, মঙ্গলবার এ কথা জানালেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। এদিন তিনি সাংবাদিকদের বলেন, গত (সোমবার) সোনম ওয়াংচুক তাঁর অনশন ভাঙতে যাচ্ছিলেন। আমরা অনেক কষ্টে তাঁকে রাজি করিয়েছিলাম। গত ছিল তাঁর অনশনের ২৩-তম দিন। আমরা তাঁকে বলেছিলাম, স্যার, দয়া করে আপনার অনশন ভঙ্গ করুন আমরা আপনার জীবনকে আর বিপদের মধ্যে ফেলতে পারি না। আপনার জীবন এই দেশের জন্য অনেক বেশি মূল্যবান। তিনি কোনওভাবে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু গত সোমবারের নৃশংসতা, পুলিশের বর্বরতা দেখে সোনম স্যার তাঁর অনশন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।অভিজিৎ বলেন, তিনি (সোনম ওয়াংচুক) ঘোষণা করেছেন যে, পিছু হটবেন না। বিষয়টি খুবই গুরুতর। সোনম স্যার, তাঁর ডাক্তার এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছে, তা থেকে আমি জেনেছি, একজনের মানবদেহ প্রায় ২০ থেকে ২১ দিন পর্যন্ত অনশন সহ্য করতে পারে। এর বেশি হলে তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে। ডাক্তাররা আগেই বলেছিলেন যে, ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, একজন ব্যক্তিকে তাঁর অনশনের মেয়াদ বাড়াতে হচ্ছে। গতকাল পুলিশের বর্বরতা দেখে, পুলিশ যেভাবে শিশুদের ওপর অত্যাচার করেছে ও লাঠি দিয়ে মেরেছে, তা দেখে তিনি

দিল্লিতে ছাত্রদের ওপর পুলিশি পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ দিল্লিতে ছাত্র ও যুবদের বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের লাঠিচার্জ ও পদক্ষেপ নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি এই পুলিশি পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করে বলেন, গণতন্ত্রে প্রশ্নের উত্তর লাঠিচার্জ বা কাঁদানে গ্যাসে হতে পারে না, তা হওয়া উচিত আলোচনার মাধ্যমে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পোস্টে উল্লেখ করেন, এই দেশ ছাত্র, কৃষক, নারী, শ্রমিক সহ প্রতিটি নাগরিকের। দ্বিমত বা অসন্তোষ প্রকাশ করা একটি গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সেটিকে অপরাধ হিসেবে দেখা উচিত নয়। তাঁর মতে, বলপ্রয়োগ কখনো সুশাসনের বিকল্প হতে পারে না।বিক্ষোভকারী ছাত্র ও যুবদের প্রতি সংহতি জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁদের দাবি ও উদ্বেগের কথা গুরুত্ব সহকারে শোনা উচিত। পাশাপাশি সমগ্র ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।বার্তার শেষে আন্দোলনকারী যুবদের সাহস ও দৃঢ়তার প্রশংসা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাঁরা পুরো দেশের সামনে নির্ভীকভাবে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করেছেন।প্রসঙ্গত, সোমবার দিল্লিতে সংসদ অভিযানের উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও যুব রাস্তায় নামেন। আন্দোলনকারীদের আটকানো কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ব্যারিকেড গড়ে তোলে, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় ও বলপ্রয়োগ করে। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সহ একাধিক দাবিতে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।

ছাত্রদের উপর পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে বিরোধীদের হইচই, দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি লোকসভা-রাজ্যসভা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ জুলাই ঃ সংসদের বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে ছাত্রদের উপর পুলিশি পদক্ষেপের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল সংসদের দুই কক্ষ। মঙ্গলবার বারবার হট্টগোলের জেরে লোকসভা ও রাজ্যসভা, দুই কক্ষের কার্যক্রমই দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।এর আগে একবার কার্যক্রম মুলতুবি হয়ে যায়। অধিবেশন পুনরায় শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকসভায় হট্টগোল শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সভাধ্যক্ষ বলেন, ‘ গোট দেশ সংসদের কার্যক্রম দেখছে। আমি আপনাদের নিজেদের আসনে বসে সভার কাজ চলতে দেওয়ার অনুরোধ করছি। এই আচরণ কি উপযুক্ত?’’ এরপরই দুপুর ২টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।রাজ্যসভাতেও দুপুর ১২টায় অধিবেশন পুনরায় শুরু হওয়ার পরপরই হট্টগোল শুরু হয়। কংগ্রেস সভাপতি তথা বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র নেতৃত্বাধীন প্রতিবাদ এবং প্রস্তাবিত সংসদ ভবন অভিযানের সময় পুলিশের পদক্ষেপের প্রসঙ্গ তুললে বিরোধী সাংসদরা আলোচনার দাবি জানান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় রাজ্যসভার অধিবেশনও দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।অন্যদিকে, লোকসভায় আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর কথিত পুলিশি ‘নির্মমতা’ নিয়ে আলোচনার দাবি তুলেছেন বিরোধী সাংসদরা। এই দাবিকে কেন্দ্র করেই সংসদের দুই কক্ষে অচলাবস্থা তৈরি হয়। এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার রাজ্যসভায় ‘ বন্দে মাতরম্’-কে আরও সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বিল পেশ করতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

এবার দিল্লিতেও শহীদ দিবস পালন, রাজঘাটে স্মরণ সভা এনসিপিআই-এর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ জুলাই ঃনজিরবিহীন শহীদ দিবস পালিত হল এবার। মঙ্গলবার দিল্লির রাজঘাটে, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থলে শহীদ দিবস কর্মসূচি পালন করল এনসিপিআই। সদ্য তৃণমূল ছেড়ে যে বিদ্রোহী ২০ জ

আবার ভাঙড়ে আক্রান্ত এক পুলিশ কর্মী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,ভাঙড়, ২১ জুলাই ঃ সরকার পরিবর্তনের পরে ও আবার ভাঙড়ে আক্রান্ত হলো পুলিশ।রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী রাখতে বারণ করে ছিলেন পুলিশ কর্মী।আর সেই কারণে তাঁকে প্রবল মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু কেন ভাঙড়ে বারবার আক্রান্ত হচ্ছে সেই প্রশ্নই উঠছে। প্রসঙ্গত, পুলিশের উপর আক্রমণ নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে তৃণমূল জমানায় বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। দুস্কৃতীদের হামলা থেকে রুখতে থানায় পুলিশকে টেবিলের নিচেও লুকাতে দেখা গিয়ে ছিল। তৃণমূল জমানায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়েও বহুবার পুলিশ আক্রান্তের অভিযোগ ওঠে। রাজ্যে পালা বদলের পর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেঃদু অধিকারী। পুলিশের উপর হামলা হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে, দুস্কৃতীদের ছে। কথা বলা হবে না। এই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পুলিশও কড়া ব্যবস্থা নিচছে।আর সেই আবহে আবারও ভাঙড়ে পুলিশের উপর হামলা হল।পোলেরহাট এলাকায় ওই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ওই এলাকায় নির্মাণ সামগ্রী রাস্তার উপর ফেলা হচ্ছিল। সেসময় কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মী সেই নির্মাণ সামগ্রী ফেলতে বারণ করেন। আর তারপরেই অযাচিত হামলা হয় তাঁর উপরে। ওই পুলিশ কর্মীকে বেধ।ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।তাঁর উর্দিও ছিঁড়ে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। পরে ওই পুলিশ কর্মীকে উদ্ধার করা হয়। তাঁকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুস্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। প্রসঙ্গত, জুন মাসেও ভাঙড়ে আক্রান্ত হয়েছিল পুলিশ। অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় কলকাতা পুলিশ কে। পুলিশ কর্মীকে ঘিরে ধরে চলে মারধর। এক পুলিশ কর্মীর পোশাকও ছিঁড়ে দেওয়া হয়। তার পরে আবার পুলিশের উপর আক্রমণ।

হাওড়ার জগবল্লভপুরের সমবায় ব্যাঙ্কে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২১ জুলাই ঃ হাওড়ার জগবল্লভপুরের সমবায় ব্যাঙ্কে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর নামে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে আটক ওই ব্যাঙ্কের জনৈক কর্মী। এই ঘটনায় প্রায় ৪২ লক্ষ টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে বলে জানা গেছে। অভিযোগ, একাধিক মহিলার স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর নামে প্রায় ২ লক্ষ টাকা করে ঋণ বিতরণ দেখানো হয়েছিল। সোমবার এই অভিযোগে খাঁড়াপাড়ায় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কর্মী সন্তু পাত্রের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকেরা। পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি, ২০২৪ সালে আগের ঋণের সম্পূর্ণ টাকা শোধ করার পর সম্প্রতি তাঁরা জানতে পারেন তাঁদের গোষ্ঠীর নামেই ফের ২ লক্ষ টাকা করে ঋণ দেখানো হয়েছে। সুদ-আসলে সেই অঙ্ক বেড়ে বর্তমানে প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় পৌঁছেছে। অভিযোগ, এভাবে ২০ থেকে ২৫টি গোষ্ঠীর নামে মোট প্রায় ৪২ লক্ষ টাকার ঋণ দেখানো হয়েছে। গ্রাহকদের অভিযোগ, ঋণের নথি দেখতে চাওয়া হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্মী তা দেখাতে পারেননি। অবিলম্বে ওই বেআইনি ঋণ বাতিলের পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে এই ঘটনায়। পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জয়নগরে জনগণনার কাজে নিয়োজিতদের প্রশিক্ষন শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২১ জুলাই ঃ সরকারি নিয়ম মেনে আগস্ট মাস থেকে জনগণনার কাজ শুরু হচ্ছে। আর তার আগে এই কাজে নিয়োগদের প্রশিক্ষন দেওয়ার কাজ শুরু করলো প্রশাসন। মঙ্গলবার থেকে তিনদিনের এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে জয়নগর এক ও দু নং ব্লকে।জয়নগর এক নং ব্লকের বহড়ু হাইস্কুলে এই প্রশিক্ষন চলছে। জয়নগর দু নং ব্লকের প্রশিক্ষন চলছে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে।মঙ্গলবার প্রথম দিনে বহড়ু হাইস্কুলের প্রশিক্ষন কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নং ব্লকের বিডিও, জয়েন্ট বিডিও সহ একাধিক আধিকারিক গন। আবার নিমপীঠ কেবিকেতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর দু নং বিডিও সহ একাধিক আধিকারিক গন। এব্যাপারে জয়নগর এক নং বিডিও শুভদীপ দাস বলেন, জয়নগর এক নং ব্লকে এই কাজে মোট ৬০০ জনকে প্রশিক্ষন দেওয়া হবে।

অ্যাম্বুল্যান্স বুকিংয়ে আসছে নতুন অ্যাপ, রোগী পরিষেবায় যাবতীয় তথ্য মিলবে এক ক্লিকেই

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক ও স্বচ্ছ করতে নতুন উদ্যোগের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। রোগীদের দ্রুত এবং দালাল মুক্ত অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা পৌঁছে দিতে এবার চালু হতে চলেছে বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্স বুকিং অ্যাপ। সোমবার বিধানসভার বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানান, আগামী ছয় মাসের মধ্যেই এই অ্যাপ চালুর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ক্যাব বা বাইক বুকিং অ্যাপের ধাঁচে তৈরি হওয়া এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রোগী বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা সহজেই নিকটবর্তী ফাঁকা অ্যাম্বুল্যান্স, সম্ভাব্য ভাড়া এবং কোন হাসপাতালে যেতে কত খরচ হবে, সেই সমস্ত তথ্য এক জায়গাতেই জানতে পারবেন। বিধানসভায় স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন এবং চিকিৎসা পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্যকে বিশ্বমানের চিকিৎসা পর্যটনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার বৃহ পরিসরে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে। সেই পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু করা। দীর্ঘদিন ধরেই অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবাকে ঘিরে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং দালালচক্রের সক্রিয়তার অভিযোগ উঠে এসেছে। সেই সমস্যা দূর করতেই অ্যাপভিত্তিক এই পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, নতুন ব্যবস্থায় রোগী সরাসরি অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং গোটা পরিষেবার উপর নজরদারি করবে সরকার। ফলে পরিষেবায় স্বচ্ছতা বাড়বে এবং দালালচক্রের প্রভাব অনেকটাই কমবে। শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানান, ত্রিস্তরীয় অ্যাম্বুল্যান্স হবে। একটি নরমাল, একটি মিডিয়াম, একটি আইসিইউ। প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে জীবন অনেক সহজ হয়ে যায়। এই অ্যাম্বুল্যান্সে জিপিএস ট্র্যাকার থাকবে, ফলে নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। সরাসরি রোগীর সঙ্গে যোগাযোগ হবে অ্যাম্বুল্যান্সের। মনিটর করবে সরকার। ফলে দালালের কোনও বিষয় নেই। এছাড়াও সু ন্দরবনের মতো নদীবেষ্টিত অঞ্চলের বিশেষ প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সেখানে ছয়টি ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্স এবং দুটি ভাসমান মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালুর পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, প্রযুক্তিনির্ভর এই উদ্যোগ রাজ্যের জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ এবং সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তুলবে।

১৯ জুলাই সিএমডিএ আবাসিক কমিটির উদ্যোগে কেএমডিএ আশ্রয় আবাসন

১৯ জুলাই সিএমডিএ আবাসিক কমিটির উদ্যোগে কেএমডিএ আশ্রয় আবাসন, উল্টোডাঙায় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সমাজসেবামূলক এই কর্মসূচিতে এলাকার বাসিন্দাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উসবের পরিবেশের সৃষ্টি হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শ্রী তাপস রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সহ-সভাপতি শ্রী অমিতাভ রায়, মানিকতলা অ্যাসেম্বলির কনভেনর শ্রী শরদ সিং, উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি শ্রী শ্যাম জয়সওয়াল, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি ডক্টরস সেলের কো-কনভেনর ডা. বিশ্বপতি মুখার্জী, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি যুব মোর্চা (BJYM) হেলথ সেলের কো-কনভেনর শ্রী বৈজনাথ রায় এবং মণ্ডল সভাপতি শ্রী সচিন ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রী সাগর রায়, শ্রী চন্দন জয়সওয়াল, শ্রী লাল্টু শিকারী ও শ্রী সুনীল দাস।শিবিরে ৫০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি ৯৫ জনের বিনামূল্যে সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ৬৫ জন মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিসা পরামর্শ প্রদান করা হয়। আয়োজকদের এই উদ্যোগকে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ মানবসেবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত

হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটির সার্বিক পরিচালনায় রঞ্জিত মাহাতো, শোভন ঘোষ, তারক আচার্য, তন্ময় জানা, অর্ণব গুপ্ত, গার্গী ঘোষ, প্রসেনজিৎ দত্ত, সমীরণ প্রামাণিক, দীপক হাজরা, সঞ্জয় গিরি, সৌরভ চক্রবর্তী, রিকি মুখী, বিকাশ দাস, হেমা মণ্ডল, রাজীব জয়স্ওয়াল, বিকাশ মুখী, সোমা চ্যাটার্জী, রাখী মালাকার, অর্ঘ্য গুপ্ত, শ্রী শঙ্কর বিশ্বাস, শ্রী সমীরণ সান্নামাত, শ্রী সৌরভ চক্রবর্তী, অমিত সিং, পূজা গুপ্ত, রূপসা রায়-সহ কমিটির অন্যান্য সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীরা। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।অনুষ্ঠানের শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে সকল বিশিষ্ট অতিথি, স্বেচ্ছায় রক্তদাতা, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং আবাসনের সকল বাসিন্দাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। ভবিষ্যতেও জনস্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণে এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সিএমডিএ আবাসিক কমিটির সদস্যরা।

হাওড়ায়‘কালীঘাট-পন্থী’ এবং ’ঋতব্রত-পন্থী’ এই দুই শিবিরে বিভাজিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২১ জুলাই ঃ রাজ্যে পালাবদলের পর পরিবর্তনের বাংলায় তৃণমূলের বিভাজনে ২১ জুলাইয়ে চেনা ছবি যেন উধাও হাওড়া স্টেশনে। নেই চেনা ভীড়, নেই অভ্যর্থনা মঞ্চ, থাকা-খাওয়ার আয়োজন বা মেডিকেল ক্যাম্প। ফলে ২১ জুলাইয়ের সেই চেনা ছবিটা এবার ছিল উধাও। তৃণমূলের দলীয় গেট, ফেস্টুন অথবা পতাকা এবার কিছুই সেখানে ছিলনা। বাজেনি লাউড-স্পিকারও। ছিলনা অভ্যর্থনা মঞ্চ কিংবা মেডিকেল ক্যাম্প। পরিবর্তনের বাংলায় এবার সবই যেন ছিল উধাও। প্রতি বছর ২১ জুলাইয়ের আগের দিন থেকেই হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ট্রেনপথে হাও।ায় আসতেন। তাঁদের বিভিন্ন ক্যাম্পে রাতে থাকাখাওয়ার ব্যবস্থাও করা হত। হাওড়া স্টেশনে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁদের স্বাগত জানানোর জন্য তৈরি হত অভ্যর্থনা মঞ্চ। গোটা হাওড়া স্টেশন চত্বর দলীয় পতাকা এবং ফেস্টুন দিয়ে মুড়ে ফেলা হত। এবার যেন তার ব্যতিক্রমী ছবি। বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেস ’কালীঘাট-পন্থী’ এবং ’ঋতব্রত-পন্থী’ এই দুই শিবিরে বিভাজিত হওয়ায় এবার হাওড়াতেও তার স্পষ্ট বিভাজন ধরা পালো ২১ জুলাই শহীদ সমাবেশের দিন। এদিন হাওড়া স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় প্রতিবারের মতো দলীয় ফেস্টুন, মঞ্চ, মেডিক্যাল ক্যাম্প বা হাজার হাজার দলীয় কর্মীর চেনা ভিড়ের ছবি একেবারেই উধাও ছিল। পরিবর্তে দলের কর্মীরা বিভিন্ন শিবিরের হয়ে বাস এবং ম্যাটাডোরে কলকাতায় রওনা হন। ২১শে

জুলাইয়ের চেনা ছবি এবার কার্যত উধাও ছিল। দ্বিতীয় হুগলি সেতুতেও ছিল একই ছবি। সেভাবে যেতে দেখা গেল না তৃণমূল কর্মীদের। বরং দুই শিবিরের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বাসে বা অন্যান্য গাড়িতে সমাবেশে যান। দ্বিতীয় হুগলি সেতু টোলপ্লাজার কাছে ছোট জমায়েত করে তারপর সভাস্থলে যেতে দেখা যায় তাঁদের অনেককে। এদিন ’ঋতব্রত-পন্থী’ তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া জেলা সদরের সভাপতি সৃষ্টিধর ঘোষ বলেন, ’১৯৯৩ এর পর থেকে প্রতি বছরই আমরা এই দিনে শহীদ-তর্পণ করি। তবে, এবার একটু ব্যতিক্রমী ব্যাপার। যে জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই গান্ধী মূর্তির পাদদেশেই আমরা যাচ্ছি। কোনও ছ ন্দপতন নয়। সময় লাগবে। নতুন করে ছ ঃদ সৃষ্টি হবে। মানুষই আমাদের শক্তি। মানুষের কাছে আমাদের পৌঁছতে হবে। মানুষই ঠিক করবে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক। ঠিক সময়ে তৃণমূল কংগ্রেস একই জায়গায় থাকবে।’ অন্যদিকে, পৃথকভাবে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকেও এদিন একুশে জুলাই শহীদ মিনারে শহীদ দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে হাওড়া স্টেশনে কংগ্রেস কর্মীদের মিছিলের ছবিও চোখে পড়ে।

ভাঙ।রে ওয়েটল্যান্ডে অবৈধ নির্মাণ কাজ চলছে, নীরব প্রশাসন

ভাঙড়, ২১ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পরেও ওয়েট্ল্যান্ডে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ, নীরব প্রশাসন।ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের ব্যেওতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলবেড়িয়া এলাকায় ওয়েট্ল্যান্ড জমিতে একের পর এক অবৈধ নির্মাণ গড়ে ওঠার অভিযোগ উঠেছে।স্থানীয় সূত্রের দাবি,জলাভূমির উপর বিশাল আকারের শেড নির্মাণ করা হচ্ছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী বারবার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, রাজ্যের কোথাও অবৈধ নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না।সেই নির্দেশের পরেও কীভাবে এই নির্মাণকাজ চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই কুলবেড়িয়া এলাকায় ওয়েটল্যান্ড জমি ভরাট করে নির্মাণকাজ চলছে। প্রশাসনের নজরে বিষয়টি এলেও এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ।উল্লেখ্য, আনন্দপুর ও তারাতলায় অবৈধ নির্মাণ সংক্রান্ত দুর্ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে ভাঙড়ের এই ঘটনাও নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।এ বিষয়ে ভাঙ্গড় দু’নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা আইএসএফ নেতা আরাবুল ইসলাম তিনি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন এই অবৈধ নির্মাণের সঙ্গে প্রশাসনের একটা অংশ জড়িত আছে এবং এই অবৈধ নির্মাণ যদি বন্ধ না করে প্রশাসন তাহলে রাস্তায় নেমে বুলডোজার দিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে।এই নির্মাণের সঙ্গে কারা কারা জড়িত, নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি রয়েছে কি না এবং ওয়েটল্যান্ড সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘন হয়েছে কি না-তা খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দরা। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন ও পোলেরহাট থানার পুলিশের তরফে তদন্ত শুরু হয় কি না, সেদিকেই এখন নজর সবার।

সমাজমাধ্যমে ভাইরাল স্যানিটারি প্যাড এটিএম

নিজস্বংবাদাদাত, কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ বাড়ি থেকে বেরোলেই আমাদের সকলেরই প্রায়ই চোখে পড়ে ব্যাঙ্কের এটিএম কিন্তু স্যানিটারি প্যাড এটিএম, এ যেনো এক নতুন চিন্তাধারা। সমাজমাধ্যমে এই ভাইরাল ভিডিও প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষের বেশি মানুষ দেখেছেন, বহু মানুষ প্রতিক্রিয়াও দিয়েছেন, কেউ আবার জানতে চেয়েছেন এটা কি? পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার দোনাচক স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে রামচক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দোনাচকে তৈরি হয়েছে এই স্যানিটারি ন্যাপকিন পরিষেবা কেন্দ্র বা প্যাড এটিএম। মূল পরিকল্পনা ও ভাবনায় গ্রামেরই কয়েকজন যুবক এটি বাস্তবায়িত করেছেন। মূল উদ্যোক্তা সংস্থার সম্পাদক শুভদীপ সহ এই কাজে হাত লাগিয়েছেন তাঁর বন্ধুরা এবং পাড়ার দাদা,কাকু, দাদু ও জ্যেঠুরা। পরবর্তীতে এই কাজে সামিল হয়েছে শুভদীপের দিদি সহ পাড়ার কাকিমা ও এলাকার আশাকর্মীরা। যাঁরা এই কাজ করেছেন তাঁরা কেউ কেউ পরিযায়ী শ্রমিক, আবার কেউ টোটো চালক, কেউ দিনমজুর, কেউবা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্তরা আছেন। এঁরা হলেন কমলকান্ত, দিলীপ, প্রবীর, বুদ্ধদেব , সুরজি, শান্তনু, সন্তু, স্বরূপ, প্রদীপ, সুদীপ, রবি, সুশান্ত, সমরেশ, সৌমিক, শুভঙ্কর, উদয়ন ও শঙ্কররা । স্বভাবতই খোলা জায়গায় প্রত্যন্ত গ্রামে রাস্তার ধারে নতুন কেউ এরকম এটিএম দেখেই অনেকেই হকচকিয়ে যাচ্ছেন এবং অনেকে আবার দাঁ।য়ে দেখছেন। স্যানিটারি প্যাড এটিএমের ভাবনা কি থেকে হলো সেটাই আমরা জানার চেষ্টা করেছিলাম। শুভদীপরা জানায় তাঁদের সংস্থা ২০১৩ সাল থেকে এলাকায় সামাজিক কাজের সাথে সাথে তাঁরা বাড়ি বাড়ি এবং গ্রামের বিভিন্ন মহিলা ও ছাত্রীদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারে আধুনিক যুগেও মহিলারা ও ছাত্রীরা ঋতুকালীন সময়ে তাঁরা নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অতোটা সচেতন নয় এবং ঋতুকালীন সময়ে কি করা উচি ও কি করা উচি নয়, সেসম্পর্কেও তাঁরা খুব একটা ওয়াকিবহল নয়, এমনকি গ্রামের অনেক মহিলারা স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারও করেননা। লজ্জা থেকেই অনেকে বাড়িতেও বলতে পারেন না দোকান থেকে ন্যাপকিন এনে দেওয়ার কথা। ঠিক সেই সময়ই ২০১৭ সাল থেকে এই সংস্থার যুবকেরা নিজেদের এলাকার দোকানগুলোতে সার্ভে শুরু করেন এবং জানতে থাকেন স্যানিটারি ন্যাপকিন যখন কেউ কিনতে আসেন, কেনো কালোপেপারে মুড়ে দেওয়া হয়, মহিলারা না তাঁদের বা।রি লোকেরা কে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে আসেন দোকানে, এইভাবেই তাঁরা প্রতি দোকানে সার্ভে শুরু করার পাশাপাশি নিজেদের গ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ ও স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের সচেতনতা এবং ব্যবহৃত ন্যাপকিন যত্রতত্র না ফেলা নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার শুরু হয় । প্রাথমিকভাবে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকগণ, স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা ও আশাকর্মীদের নিয়েই বিভিন্ন গ্রামে মহিলা ও ছাত্রীদের স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং বিনামূল্যে ন্যাপকিন বিতরণ সচেতনতা শিবির শুরু হয়। এখান থেকেই ধীরে ধীরে সফলতার দিকে এগোতে শুরু করেন শুভদীপরা।এবার এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ধীরে ধীরে ময়না ও পিংলার বিভিন্ন সরকার পোষিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের নিয়ে একইভাবে ন্যাপকিন ব্যবহারের সচেতনতা শিবির ও বিনামূল্যে ন্যাপকিন বিতরণ শুরু করে । সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারাও ন্যাপকিন ব্যবহারের সচেতনতা শিবিরে ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সচেতনতার পাঠের কাজে হাত লাগায়। এই কাজে শুভদীপকে সহযোগিতা শুরু করে শুভদীপের দিদি সুদীপ্তাও। এই বিনামূল্যে ন্যাপকিন বিতরণে সহযোগিতা করেন

হায়দ্রাবাদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পিওর। প্রায় ৬০০০ এরও বেশি মহিলা ও ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়, এখনো বছরের বিভিন্ন সময়ে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয় । যখন এলাকারই কিছু যুবক এই কাজ করছেন তখনই গ্রামের কিছু মানুষ তাঁদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করতে থাকেন এবং ক্রমাগত হুমকিও আসতে থাকে এসব কাজে বিরত থাকার জন্য, কিন্তু যুবকরা কোনোভাবেই সেটাকে মান্যতা না দিয়েই গ্রামের মহিলা ও ছাত্রীদের সচেতন করতে থাকেন লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এই তিন থেকে আর নয়, এভাবেই তাঁরা ক্রমশ সচেতনতার পাঠ দিতে থাকেন এবং গ্রামের মহিলা ও ছাত্রীদের সাথে কথা বলে তাঁরা এও বুঝতে পারেন গ্রামে দুপুর বেলা এবং ঝড়, বৃষ্টির অধিকাংশ সময়েই দোকান বন্ধ থাকে, ফলে ন্যাপকিন পেতে একটু অসুবিধাই হয়। ২০১৭ থেকে সচেতনতা করতে করতেই ২০২৬ এর শুরুতেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁদেরই প্রত্যন্ত গ্রামে খোলা জায়গায় রাস্তার ধারে একটি স্যানিটারি প্যাড এটিএম প্রতিস্থাপন করেন । এই বছরের জানুয়ারি মাসের শুরুতেই এলাকার বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও গ্রামের প্রায় ৪৫০ জন মহিলাদের নিয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের সচেতনতার উদ্দেশ্য নিয়ে ৫ কিমি পদযাত্রা করে এই ন্যাপকিন পরিষেবা কেন্দ্রর উদ্বোধন করা হয়। ছাত্রীদের হাত দিয়েই শুভসূচনা করা হয়। এই এটিএম এর বৈশিষ্ট্য হলো এটি ২৪ ঘন্টা ৩৬৫ দিন খোলা স্যানিটারি প্যাড এটিএম, যেখানে যে কোনো মহিলা দিন বা রাত, যেকোনো সময় এসে প্রয়োজন অনুযায়ী ৫ টাকার বিনিময়ে একটি প্যাড সংগ্রহ করতে পারেন।তাঁদের এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো সময়ের কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই সবসময় পরিষেবা নিশ্চিত করা। প্যাড এটিএমে একটি প্যাড ভেন্ডিং মেশিন আছে , যেটা থেকে স্যানিটারি ন্যাপকিন সংগ্রহ করা যায়, এছাড়াও সেখানে দুটি ইনসিনেরেটর আছে, যেটায় ব্যবহৃত ন্যাপকিন নষ্ট বা ছাই করা যায়,এছাড়াও হঠাৎ করে মহিলাদের ঋতুকালীন পরিস্থিতিতে নিরাপদভাবে প্যাড পরিবর্তন করার জন্য একটি কক্ষে প্যাড চেঞ্জিং করার সুবিধাও রয়েছে সেখানে । স্কুল, কলেজ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তাঁরাই শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষেবা পাওয়া যায়, এমনকি সুলভ শৌচালয়েও এই ধরনের ন্যাপকিন মেশিন থাকে কিন্তু, সেটা মূলত শৌচালয় ও সেখানেও নির্দিষ্ট সময়ে এই পরিষেবা পাওয়া যায়। কিন্তু, এটাই সেই একমাত্র এটিএম যেটা শুধুমাত্র প্যাডের জন্য ব্যবহার করা যাবে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি এও সমাজমাধ্যমে দাবি করেছেন সম্ভবত ভারতবর্ষের প্রথম স্যানিটারি প্যাড এটিএম এটি। আমরা সাধারণত ব্যাঙ্কের এটিএম ব্যবহার করি আমাদের প্রয়োজনে, যেখানে প্রতিটি জায়গায় ব্যাঙ্কের এটিএম পাওয়া যায় সেখানে এখন সমাজমাধ্যমে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন সবজায়গাতেই প্যাড এটিএম প্রয়োজন,যেটা শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য এবং প্যাড সংগ্রহ, ব্যবহৃত প্যাড নষ্ট ও প্যাড পরিবর্তন করার সুবিধাও থাকবে সেখানে ।এটিএম মানেই সর্বক্ষণ খোলা থাকে,তাই মহিলাদের সুবিধার্থে প্যাড এটিএম চাই সর্বত্র, টাকার এটিএমের মতো প্যাড এটিএমও থাকার ভীষণ প্রয়োজন বলে দাবি করেছেন অনেকেই । অনেকেই সমাজমাধ্যমে মন্তব্য করেছেন তাঁদের সেখানেও তাঁরা বসাতে চায় এই প্যাড এটিএম।সংস্থার সম্পাদক শুভদীপ ভৌমিক বলেন গ্রামের মহিলাদের সুস্থ রাখতে এবং ঋতুকালীন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন রাখতে ও হাতের নাগালে স্যানিটারি ন্যাপকিন আরো সহজলভ্য করতেই এই প্যাড এটিএম প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। রাত হোক বা দিন হোক বা ঝড়, বৃষ্টি যাইহোক না কেনো নিরবিচ্ছিন্নভাবেই এই পরিষেবা উপলব্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য। লজ্জা, ঘৃণা ভয় থেকে দূরে সরে তাঁরা নিজেরাই তাঁদের প্রয়োজনে এইখান থেকে প্যাড সংগ্রহ করছেন। আমরা রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই মহিলাদের সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবে ও সচেতনতার জন্য হাতের নাগালে এরকম প্যাড এটিএম অন্ততঃপক্ষে প্রতিটি ব্লকে একটি করে স্থাপন করুক তাহলেই দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মহিলারা মুক্

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৩১ সংখ্যা, বুধবার , ৫ শ্রাবণ, ১৪৩৩

লেফটেন্যান্ট রাজীব সান্ধু

লেফটেন্যান্ট রাজীব সান্ধু ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেই অকুতোভয় তরুণ যোদ্ধাদের একজন, যাঁদের কাছে নিজের জীবনের চেয়েও বড় ছিল কর্তব্য, সহযোদ্ধা এবং দেশের সম্মান। মাত্র একুশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি যে অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছিলেন, তা ভারতীয় সামরিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৬৬ সালের ১২ই নভেম্বর চণ্ডীগড়ের এক সামরিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রাজীব সান্ধু। বাবা দেবিন্দর সিং সান্ধু ভারতীয় বিমানবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তাঁর দাদাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলে দেশসেবা ও সামরিক জীবনের আদর্শ যেন পারিবারিক উত্তরাধিকার হিসেবেই তাঁর রক্তে প্রবাহিত হয়েছিল। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান রাজীব চণ্ডীগড়ের সেন্ট জনস হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং পরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিএভি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশের জন্য কিছু করার স্বপ্ন তাঁকে টেনে নিয়ে যায় সেনাবাহিনীতে। ১৯৮৮ সালের ৫ই মার্চ তিনি অসম রেজিমেন্টের সপ্তম ব্যাটালিয়নে যোগ দেন। সেই সময় তাঁর ইউনিট শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর অভিযানে নিয়োজিত ছিল। একই বছরের জুন মাসে তাঁকে ১৯ মাদ্রাজের মেজর প্রদীপ মিত্রের অধীন 'সি' কোম্পানিতে পাঠানো হয়। ১৯৮৮ সালের ১৯শে জুলাই। সেদিন দুটি গাড়ির একটি ছোট সামরিক কনভয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তরুণ লেফটেন্যান্ট রাজীব সান্ধু। একটি খোলা আরসিএল জিপ এবং একটি এক টনের লরি নিয়ে তাঁরা প্রায় আট কিলোমিটার দূরের ১৯ মাদ্রাজ পোস্ট থেকে রেশন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় একটি পরিত্যক্ত ভবনের কাছে পৌঁছতেই হঠাৎ নেমে এল আক্রমণ। রাস্তার ডান দিক থেকে শুরু হল ভারী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিবর্ষণ। একই সঙ্গে ছুটে এল ৪০ মিলিমিটার রকেট। মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল গোটা এলাকা। জিপের পেছনে থাকা ল্যান্স নায়েক নন্দেশ্বর দাস এবং সিপাহি লালবুয়াঙ্গা গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। রকেটের আঘাতে জিপের সামনের অংশ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। চালক নায়েক রাজকুমার গুরুতর আহত হয়ে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন। সবচেয়ে ভয়াবহ আঘাত এসে লাগে সহচালকের আসনে বসে থাকা রাজীব সান্ধুর শরীরে। রকেট বিস্ফোরণে তাঁর দুই পা মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। শরীর থেকে দ্রুত রক্ত ঝরছে, চলাচলের শক্তি প্রায় শেষ; তবু তিনি হার মানলেন না। নিজের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে হাতে তুলে নিলেন ৯ মিলিমিটার কারবাইন। বিধ্বস্ত জিপ থেকে কোনোভাবে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে একটি সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান নিলেন তিনি। হামলাকারীরা ভেবেছিল, জিপে থাকা সবাই নিহত হয়েছেন। তাদের একজন আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য জিপটির দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু তখনও বেঁচে আছেন একজন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা। রক্তাক্ত, গুরুতর আহত রাজীব সান্ধু নিজের কারবাইন তুলে ধরলেন। ১৯৮৮ সালের ১৯শে জুলাই, দেশের জন্য আত্মবলিদান দেন লেফটেন্যান্ট রাজীব সান্ধু।

বাংলা থিয়েটার

তাঁর মত সুন্দরী, অসামান্য অভিনয় প্রতিভা সেই আমলে বেশি ছিল না। ডাকনাম 'পুতুল'। এই নামেই নাট্যজগতে তিনি পরিচিত ছিলেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর হাত ধরেই নাট্যজগতে প্রবেশ করেন। প্রভা দেবী একদিন অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাট্যমন্দিরে নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে। 'ইন্দুমতীর' ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করলেন মিস শেফালিকা। শুধু 'ইন্দুমতী' কেন মনমোহন থিয়েটারে করলেন 'কর্মবীর'। নাচঘর পত্রিকা সমালোচনায় লিখল নাটকে তিনটি স্ত্রী ভূমিকা আছে। শোভনার (শ্রীমতী শেফালিকা) স্বাভাবিক ও সুমধুর অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। এরপরেই শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'রক্তকমল'। শেফালিকা দুটি মাত্র গান গাইতেন। দুটি গানই কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ও সুরসংযোজিত। এই গানের সঙ্গে পুতুলের অপূর্ব অভিব্যক্তি দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা আদায় করে। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গী'র নাটকে শেফালিকা জাহানারা হলেন। মন্মথ রায়ের 'কারাগার' মঞ্চস্থ হল শেফালিকা নর্তকী মদিরার ভূমিকায় অনবদ্য গানে -নাচে- অভিনয়ে। অচিরেই সুঅভিনেত্রী হিসেবে পুতুলের নাম ছড়িয়ে পড়ে। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থে শেফালিকা সম্পর্কে লিখেছেন, বনলতার ভূমিকায় অভিনয় করিত শেফালিকা (পুতুল), ইহার বয়স ছিল তখন অল্প এবং অভিনয়ে মনে হইল কালে কালে বেশ ভাল অভিনেত্রী হইবে। পরে রঙমহলে বেশ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ডঃ দাশগুপ্তের ভবিষ্যদ্বাণী উত্তরকালে সর্বাংশে সত্য হয়। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী নাট্যমন্দিরের সঙ্গে যখন যুক্ত শেফালিকা তখন যোড়শী। যদিও তাঁর অভিনয় জীবনে বারবার রঙমহল ও নাট্য নিকেতনে বারবার যুক্ত হয়েছেন। সতু সেন যখন প্রথমবার রঙমহলকে ঘূর্ণায়মান মঞ্চে রূপান্তর করেন অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির পরিচালক ছিলেন নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র। ' 'অপর্ণা'র ভূমিকায় শেফালিকা আবারও অনবদ্য। শেফালিকার জীবনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন। নাট্যরূপ দিলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী,সাবিত্রীর চরিত্রে শেফালিকার অভিনয় আজও স্মরণীয়। এই ঘটনা ইংরেজি ১৯৩৫ সালের। 'পথের দাবী'তে ভারতীর চরিত্রে পুতুল। অসামান্য সুন্দরী,দক্ষ অভিনেত্রী মিস শেফালিকার জীবনের আয়ু দীর্ঘায়িত হয় নি। যদিও সংক্ষিপ্ত জীবনে নিজেকে অসামান্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই বাংলা নাটক- থিয়েটারেব তাঁকে কথা হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলতেন যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তার গতি রোধ করা একেবারে অসম্ভব। শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারলে কোনও সময়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো যাবে না। তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন। মনের শক্তি। শারীরিক শক্তি। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তির কথা তিনি বলতেন। তিনি বলতেন, জ্ঞানের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেই চলবে না। সবার শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিচুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। মহৎ কাজ করতে হবে।

সামাজিক নিন্দাকে অবজ্ঞা করে কাদম্বিনী ডাক্তার হলেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম প্রখ্যাত বাঙালি নারী চিকিৎসক ও নারী প্রগতির পথিকৃৎ কাদম্বিনী বসু গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য ও শতসহস্র প্রণাম। সকাল-সকাল গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়ি থেকে ফিটন গাড়িতে বেরিয়েছিলেন তিনি। জটিল অস্ত্রোপচার ছিল হাসপাতালে। কয়েক ঘণ্টায় দক্ষতার সঙ্গে তা শেষ করলেন। দুপুরে যখন ফিরলেন, তখন তিনি ক্লান্ত কিন্তু তৃপ্ত। পুত্রবধূ

সরলাকে বলেছিলেন, ''আজকের অপারেশন দেখলে আর কেউ বলতে পারবে না যে, ডাক্তার গাঙ্গুলির আর অপারেশনের হাত নেই।'' সরলাকে খাবার বাড়তে বলে স্নান করতে গেলেন। খাবারের থালা সাজিয়ে নীচের তলায় সরলা অনেকক্ষণ বসে আছেন। শাশুড়ি আসছেন না দেখে দোতলায় তাঁর শোওয়ার ঘরে গিয়ে দেখেন, বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। হার্ট অ্যাটাক! মুহূর্তে নিস্পন্দ হয়ে গেলেন। শেষ হল ব্যতিক্রমী এক পথ-প্রদর্শকের অভূতপূর্ব জীবন। ১৯২৩ সালের ৩ অক্টোবর।

মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্রী

যে সময়ে ভারতীয় মেয়েদের কর্মজগতের রেখচিত্র তেমন ভাবে তৈরিই হয়নি, ঘরের আঙিনা পেরিয়ে বহির্জগতে পা রাখতে ইতস্তত করছেন অধিকাংশ মহিলা, সেই সময়ে তিনি চুটিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেছেন কলকাতায়। রাতবিরেতে রোগী দেখতে গিয়েছেন ফিটনে চেপে, প্রাইভেট চেম্বার খুলে কাগজে তার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এবং নিয়মিত অস্ত্রোপচার করেছেন। মৃত্যুর পরে তার ব্যাগে পাওয়া গিয়েছিল শেষ ভিজিটের ৫০ টাকা। ইতিহাস সৃষ্টিকারী চিকিৎসকের সম্মানে সেই টাকা খরচ করা হয়েছিল তাঁর শেষকৃত্যে। তিনি কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্রী। ঈর্ষাকাতর, প্রাচীনপন্থী বিরুদ্ধবাদীরা প্রবল কলকাঠি নেড়ে তাঁর কাছ থেকে প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসকের আসন কেড়ে নিয়েছিলেন। ডাক্তারি ডিগ্রির বদলে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল 'গ্র্যাজুয়েট অফ দ্য মেডিক্যাল কলেজ অব বেঙ্গল' বা জিএমসিবি উপাধি। কিন্তু অদম্য এই মহীয়সীর অবিস্মরণীয় উত্থান আটকানো যায়নি। বিশিষ্ট লেখিকা লীলা মজুমদার ছিলেন কাদম্বিনীর আত্মীয়া। কাদম্বিনীর সৎ মেয়ে বিধুমুখী হলেন লীলা মজুমদারের জেঠিমা। কৈশোরে মাতৃহীন হওয়ার পরে বিধুমুখী আর তাঁর স্বামী উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর আশ্রয়েই লীলার মা সুরমা দীর্ঘদিন ছিলেন। কাদম্বিনীর মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে লীলা তাঁকে সামনাসামনি দেখেছিলেন এবং মুগ্ধ হন। 'পাকদণ্ডী' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন সেই মুগ্ধতার কথা; ''....তাঁর জীবনটাই এক আশ্চর্যের ব্যাপার। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তার অনেক আগেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন। বয়সে জ্যাঠাইমার চাইতে সামান্য বড় ছিলেন, দেখে মনে হত অনেক ছোট। মস্ত দশাশই চেহারা, ফুটফুট করত গায়ের রঙ, থান পরে এবং এত বয়সেও রূপ চাপা পড়ত না, তবে কেমন একটু কড়া ধরনের ভাব। আমরা দূর থেকে দেখতাম।'' আবার সেই কড়া, ব্যস্ত চিকিৎসকের ব্যক্তিত্বের অন্য পরতে ছিল স্নেহশীল, শৌখিন, শৈল্পিক মন। বিধুমুখীর মেয়ে পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' বইয়েই লিখেছিলেন;''এক দিকে খুব সাহসী আর তেজস্বীনা, অন্য দিকে ভারি আমুদে মানুষ ছিলেন তিনি। যেখানে বসতেন হাসি, গল্পে একেবারে মাতিয়ে তুলতেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলত। আমরা হাঁ করে তাঁর গল্প শুনতাম আর তাঁর আঙুলগুলির খেলা দেখতাম। কী অদ্ভুত ভাবে তাড়াতাড়ি কী সুন্দর লেস বোনা হচ্ছে।'' পুণ্যলতা এবং তাঁর ভাইবোন সুকুমার, সুখলতা, সুবিনয়রা ছোটবেলায় কেউ জানতেনই না যে, কাদম্বিনী তাঁদের নিজের দিদিমা নন, মায়ের বিমাতা।

সন্তানদের ফেলে বিদেশে ডাক্তারি পড়তে যাওয়া ঃ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বিরুদ্ধবাদীদের যোগ্য জবাব দিতে আট সন্তানকে সেই যুগে বাড়িতে রেখে তিনি বিলেত যান ডাক্তারির ডিপ্লোমা নিতে! ১৮৯৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মিস প্যাশ নামে মহিলার সঙ্গিনী হয়ে জাহাজে একা বিদেশযাত্রা করেন। লন্ডন পৌঁছন ২৩ মার্চ। তার পরে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় মাত্র তিন মাসে প্রার্থিত তিনটি ডিপ্লোমা সংগ্রহ করে দেশে ফেরেন। শোনা যায়, কাদম্বিনী ফিরে এসে ছোট ছেলে জংলুকে (প্রভাতচন্দ্র) কোলে নিতে গেলে বছর দেড়েকের ছেলে দীর্ঘ অদর্শনে নিজের মাকে চিনতে পারেনি! দিদিমার গলা আঁকড়ে ছিল। কাদম্বিনী আড়ালে কেঁদেছিলেন। কিন্তু কখনওই সংসার তাঁর কেরিয়ারের অন্তরায় হয়নি।

পরিবারের উন্মুক্ত, আধুনিক পরিমণ্ডল ছোটবেলা থেকেই ব্যক্তি কাদম্বিনীর ভাবধারাকে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম সালেই তাঁর জন্ম। ১৮৬১। ভাগলপুরে। দিনটা ১৮ জুলাই। বাবা ব্রজকিশোর বসু ছিলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতা। পূর্ববঙ্গের বরিশালের চাঁদসী থেকে ভাগলপুরে আসেন। শিক্ষকতা করতেন। কাদম্বিনীর যখন দু'বছর বয়স, সেই সময়ে ব্রজকিশোর ও অভয়চরণ মল্লিকের নেতৃত্বে দেশের প্রথম মহিলা সমিতি 'ভাগলপুর মহিলা সমিতি' স্থাপিত হয়। পিসতুতো দাদা কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ নারীশিক্ষা প্রসারের কাণ্ডারী ছিলেন। বাবা ও দাদার প্রভাব পড়েছিল কাদম্বিনীর মধ্যে। মনোমোহন, দ্বারকানাথ গঙ্গো পাধ্যায়, দুর্গামোহন দাসের মতো সেই সময়কার স্ত্রী স্বাধীনতার সমর্থকেরা একটি উচ্চমানের মেয়েদের স্কুল তৈরির জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। অ্যানেট অ্যাক্রয়েড নামে এক বিদেশিনি শিক্ষয়িত্রীকে তাঁরা সঙ্গে পেলেন। ২২ নম্বর বেনিয়াপুকুর লেনে ১৮৭৩ সালে এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। নাম হয় 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়'। মূলত বোর্ডিং স্কুল। কাদম্বিনীর স্কুল শিক্ষায় পদার্পণ এখানেই। যত দূর জানা যায় তখন তাঁর বয়স ১৩। কিন্তু স্থাপন হওয়ার আড়াই বছরের মধ্যে স্কুলটি উঠে যায়। ফের ১৮৭৬ সালে ১ জুন ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' নামে স্কুলটি পুনরুজ্জীবিত হয়। এটি ছিল বাঙালি মেয়েদের প্রথম ইংলিশ বোর্ডিং স্কুল। কিন্তু এই স্কুলেরও উঠে যাওয়ার অবস্থা হল।

শেষ পর্যন্ত বহু টানাপড়েনের পরে স্কুল বাঁচাতে ১৮৭৮ সালে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়কে মিশিয়ে দেওয়া হল বেথুন স্কুলের সঙ্গে। কাদম্বিনী ছিলেন এই স্কুল থেকে প্রথম এন্ট্রান্স বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসা মেয়ে। মাত্র এক নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগ না পেলেও সমস্ত সমালোচকের মুখ বন্ধ করেছিলেন। খোদ লর্ড লিটন তাঁর প্রশংসা করেন। লেডি লিটনের হাত দিয়ে তাঁকে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকর' এ বার মোক্ষম প্রশ্নটি তোলে; 'কাদম্বিনী এক্ষণে কোন বিদ্যালয়ে পড়বেন?'

কাদম্বিনী নিজে জানিয়েছিলেন, তিনি ফার্স্ট আর্টস পড়বেন। কিন্তু এর জন্য কলেজ তৈরি করতে হবে। বেথুন কমিটি কটক কলেজের নামী প্রফেসর শশীভূষণ দত্তকে চাইলেন। তিনি ছিলেন ইংরেজি, দর্শন, অঙ্ক, ইতিহাসে দক্ষ। ১৮৭৮-৭৯ সালে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এ ডব্লিউ ক্রফট শিক্ষা রিপোর্টে জানালেন, কাদম্বিনীর জন্যই বেথুন স্কুলকে কলেজে রূপান্তরিত করার কথা সরকার ভাবে এবং তা বাস্তবায়িত হয়। বাংলায় সাড়া পড়ে যায়। এক জন ছাত্রী ও এক জন লেকচারার নিয়ে শুরু হল কলেজ। ইংল্যান্ড থেকে এক ব্রিটিশ মহিলা সুপারিন্টেন্ড্যান্টকে আনা হয়। সমাবর্তনে 'মহিলা'র ডিগ্রি নেওয়া দেখতে ভিড়ে হিমশিম কাদম্বিনীরও আগে প্রাইভেটে এন্ট্রান্স দিয়ে সফল হয়েছিলেন চন্দ্রমুখী বসু। তিনিও তত দিনে কলকাতার ফ্রি চার্চ নর্মাল মিশন স্কুলে এসে প্রস্তুত হচ্ছেন এফএ পরীক্ষার জন্য। এঁরা দু'জনেই ১৮৭৯তে এফএ পাশ করলেন এবং তাঁদের যুগ্ম সাফল্য বেথুন কলেজে বিএ পড়ানোর দরজা খুলে দেয়। চন্দ্রমুখী নিলেন পলিটিক্যাল ইকনমি আর কাদম্বিনী গণিত। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারিতে ইতিহাস গড়ে দু'জনে বিএ পাশ করলেন। দেশের প্রথম দুই মহিলা গ্র্যাজুয়েট। স্ত্রীশিক্ষা বিশেষ করে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার উপরে চাপা পড়া জগদ্দল পাথর নড়ে গেল। সে বার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে দুই মহিলার ডিগ্রি নেওয়া দেখতে ভিড় হয়েছিল।

কলকাতার নিষিদ্ধপল্লীতে থেকে জীবনে বড় হয়ে ওঠার এক কাহিনী

রাধাবিনোদ মহাতো

এক সময় স্থান ছিল নিষিদ্ধ পাড়ায়? পরিচারিকার কাজও করেছেন। বাবার পরিচয় জানে না কেউ! জনশ্রুতি, এ বছরটি কাননদেবীর শতবর্ষ। তিনি পরিচারিকার কাজও করেছেন। বাবার পরিচয় জানে না কেউ! কাননদেবীকে সুচিত্রা সেনের আগের জমানার 'সুচিত্রা সেন' বললে খুব একটা ভুল হয় না। সেই অপরূপ মুখশ্রী! মুহূর্তের পর মুহূর্তের পর মুহূর্ত আলো নেওয়া আর ক্যামেরার লেন্সে উদ্ভাসিত হয়ে থাকার ক্ষমতা!

পরের পর ছবি হিট করানো, রুপোলি পর্দা ও পর্দার বাইরেও সমানভাবে নায়িকা থাকা, ইন্ডাস্ট্রির মাথাদের কব্জায় আনা, নিজেকে প্রায় একটা ব্র্যান্ডে গড়ে নেওয়া! এবং সর্বোপরি, কয়েক প্রজন্মের পুরুষের স্বপনচারিণী হয়ে ভেসে থাকা; সুচিত্রার কেরিয়ারের নীল নকশাই যেন তৈরি করে গেছিলেন কানন দেবী। চাইলে সুচিত্রাকেও পরের যুগের কানন বললে সিনেমার মানহানি হয় না।

তবে দুই নায়িকার দুটো মস্ত ফারাকও আছে। সুচিত্রা, তখন রমা, ওঁর পাবনার জীবনে গান গাইলেও এবং নায়িকা জীবনে এক সময় একটা বেসিক বাংলা আধুনিকের ডিস্ক করলেও নিজের প্লে-ব্যাক কখনও করেননি। সে-কাজ করেছেন সন্ধ্যা, গীতা। কানন কিন্তু একাই এক নিখুঁত, অতুলনীয় প্যাকেজ। আর গান বলে গান! কার নয়? আর হায়, কী গান! কী বাংলায়, কী হিন্দিতে। রবীন্দ্রনাথ সিনেমায় তাঁর গানের চিত্ররূপ অনুমোদন করলে সেই প্রথম গানটি ছিল কাননের; 'আজ সবার রঙে রং মেশাতে হবে'। রবীন্দ্রনাথ বললেন, কী সুন্দর মুখ তোমার গান নিয়ে করা প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' ছবি দুরন্ত হিট হওয়ার পর হিন্দুস্তান রেকর্ডজে কবিকে প্রথম দেখা কাননের। প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ আলাপ করাতে গিয়ে বলেছিলেন, ''এ হল কানন, তারকা অভিনেত্রী।'' কানন প্রণাম করতে রবীন্দ্রনাথ ওঁর ঠোঁট ছুয়ে বলেছিলেন, ''কী সুন্দর মুখ তোমার! গান করো?''

এ ঘটনা 'বিদ্যাপতি' ছবির সময়কার। কবির মনে ছিল না এই মেয়েটিই 'মুক্তি'-তে ওঁর গান গেয়েছে। প্রশান্তচন্দ্র তখন যোগ করলেন, ''ও তো আপনার গান গেয়েই বিখ্যাত।'' রবীন্দ্রনাথ তখন বলেছিলেন, ''তাই? তা হলে একবার শান্তিনিকেতনে এসে গান শুনিয়ো আমাকে।'' সেই সৌভাগ্য কাননের আর হয়নি। কে বাবা, কেউ জানে না। সুচিত্রার সঙ্গে কাননের দ্বিতীয় প্রভেদ ওঁদের জন্ম, শৈশব, কিশোরীকাল ও সিনেমায় আসা। পাবনার মেয়ে সুচিত্রার পরিবার অবস্থাপন্ন, পড়শুনো, বেড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত বাঙালি স্টাইলে, উচ্চবিত্ত পরিবারে বিয়ে, কিন্তু একেবারে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সিনেমায় নামা। কাননের সেখানে বাবার পরিচয় কেউ জানে না। কাননের সেখানে জন্মের সন-তারিখেরই ঠিক নেই। কে বাবা, কেউ জানে না। কোথায় জন্ম, ঈশ্বর জানেন।

কোনও তথ্যই যেখানে নেই সেখানে মতামত নিয়েই চলতে হয়। যেমন এক মতে স্থির হয়েছে কানন দেবীর জন্ম ২২ এপ্রিল, ১৯১৬। আরেক মতে; যা আরওই সম্ভাব্য; সালটা ১৯১২। এ ভাবেই জন্মস্থানও স্থির হয়েছে কলকাতার কাছেই; হাওড়া। আর কাননের কষ্টের বেড়ে ওঠা? তা তো ভাষায় আনা যায় না। তিনি নিজেও সেটা পারেননি সন্ধ্যা সেনকে শোনানো ওঁর আত্মজীবনী 'সবারে আমি নমি'-তে। দুঃখ জয় করা গেলেও তার বিবরণ দেওয়া বিপত্তি। নানা লেখায় ছড়িয়ে থাকা ওঁর মেয়েবেলার কথা। আর কখনও কখনও; বুকে হাত রেখে বলছি, এতটুকু বাড়াবাড়ি না করে; মনে হয়েছে চ্যাপলিনের 'মাই অটোবায়োগ্রাফি'-র পাতায় ঢুকেছি। মা নেই, বাবা নেই, খাওয়া-পরা নেই, ঝি-গিরি করে, দোরে দোরে মাথা ঠুকে, কানন থেকে কাননবালা তার পর কাননদেবী হওয়া বাংলা সিনেমার সব চেয়ে আশ্চর্য সাফল্য গাথা। যা সিনেমা করে দেখালেও বাংলা বায়োস্কোপের বাড়াবাড়ি মনে হবে। দর্জির মেয়ে, নাকি বাঈজির গল্পগাছা, শোনা কথা ছাড়া কাননের মেয়েবেলায় ঢোকার উপায়ই বা কী?

এই সব ছড়ানো বৃত্তান্ত এক জায়গায় এনে সম্ভাব্যের একটা তালিকা দিয়েছেন মেখলা সেনগুপ্ত তাঁর 'কানন দেবী দ্য ফার্স্ট সুপারস্টার অফ ইন্ডিয়ান সিনেমা' বইয়ে। যা এই রকম দাঁড়ায় এক বৃত্তান্তে জানা যাচ্ছে, বালিকা কাননকে প্রথম পাওয়া যায় হাওড়ার এক গরিব পাড়ায়। হাওড়ার এক কনভেন্ট স্কুলে ওর নাম লেখানো হয়েছিল, কিন্তু মাইনে জোগানো যায়নি বলে বার করে আনতে হয়। আরেকটিতে আছে যে ওকে শিশু অবস্থায় আনা হয় ভাগলপুরে গঙ্গা তীরবর্তী রাজবাটী আদমপুরের পোস্তা বাগানবাড়িতে। সেটা ছিল স্ববর্ণিত 'রাজা' শীলচন্দ্র বন্দ্যো পাধ্যায়ের বসতবাড়ি। ভদ্রলোক পেশায় উকিল। শিশু কানন তখন থাকতেন কলকাতার হাড়কাটা গলি থেকে। কলকাতায় এদ্বেস বায়োস্কোপে যোগ দেন। গানের গলাও তাঁর ভালো ছিল।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক মঙ্গল পাণ্ডে

অভিজিৎ ব্যানার্জি

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক অগ্নিগর্ভ অধ্যায়, যার প্রথম স্ফুলিঙ্গটি প্রজ্বলিত হয়েছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর সেনানিবাসে। এই মহাবিপ্লবের অগ্রদূত হিসেবে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন মঙ্গল পাণ্ডে। ১৮২৭ সালের ১৯ জুলাই উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার নাগওয়া গ্রামে এক রক্ষণশীল ভূমিহার ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তরুণ বয়সে, ১৮৪৯ সালে, তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল নেটিভ ইন ফ্যান্ট্রির ৩৪ নম্বর রেজিমেন্টে সিপাহি হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর প্রাথমিক জীবন সাধারণ সৈনিকের মতোই কাটছিল, কিন্তু সমকালীন রাজনৈতিক অসন্তোষ এবং ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের ঘটনা তাঁকে এক ঐতিহাসিক বিদ্রোহের কেন্দ্রে নিয়ে দাঁড় করায়। তাঁর বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল বহুল চর্চিত 'এনফিল্ড রাইফেল' এবং তার টোটা বা কার্তুজ সংক্রান্ত বিতর্ক। ১৮৫৬ সালে সেনা বাহিনীতে এই নতুন রাইফেল প্রবর্তন করা হয়, যার কার্তুজের শীর্ষভাগ দাঁত দিয়ে কেটে রাইফেলে ভরতে হতো। সেনা নিবাসের অভ্যন্তরে দ্রুত এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, ওই কার্তুজের পিচ্ছিলকারক অংশে গরু এবং শূকরের চর্বি মিশ্রিত রয়েছে। এটি হিন্দু এবং মুসলিম- উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর এক চরম আঘাত ছিল। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান মঙ্গল পাণ্ডে এই ঘটনাকে তাঁর ধর্মনাশের চক্রান্ত হিসেবে দেখেন। এবং ক্ষোভে ফেটে পড়েন, এই ক্ষোভ মূলত - দীর্ঘ দিনের শোষণের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বারুদ, যাতে কার্তুজ বিতর্ক সলতের কাজ করেছিল।

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরের প্যারেড গ্রাউন্ডে মঙ্গল পাণ্ডের সেই ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়, যা সিপাহি বিদ্রোহের আনুষ্ঠানিক সূচনা বলে গণ্য করা হয়। উত্তেজিত মঙ্গল পাণ্ডে সেদিন সহকর্মীদের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র

ধারণের আহ্বান জানান এবং চিৎকার করে বলেন, কামড়ে কার্তুজ ব্যবহার করলে ধর্ম নষ্ট হবে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ব্রিটিশ সার্জেন্ট মেজর হিউসন তাঁকে বন্দি করার নির্দেশ দেন। কিন্তু মঙ্গল পাণ্ডে পিছপা না হয়ে নিজের মাস্কেট দিয়ে হিউসনকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। হিউসন মাটিতে লুটিয়ে পড়লে লেফটেন্

জামালপুর লোকো শেডে ডিএম ওয়াটার প্ল্যান্ট পুনরায় চালুঃ আলকো লোকোমোটিভের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি

মালদা, ২১ জুলাই ঃ লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণ পরিকাঠামো শক্তিশালী করা এবং আলকো (ALCO)

লোকোমোটিভের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, জামালপুর লোকো শেডের ডিমিনারালাইজড (DM) ওয়াটার প্ল্যান্টটি সফলভাবে সংস্কার ও পুনরায় চালু করা হয়েছে। ২০২০ সাল থেকে প্ল্যান্টটি অকেজো অবস্থায় পড়ে ছিল। পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (DRM) মণীশ কুমার গুপ্ত এবং চিফ মোটিভ পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার (ডিজেল ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা) রাকেশ কুমারের নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় এই ডিএম ওয়াটার প্ল্যান্টটি পুনরুদ্ধার ও পুনরায় চালু করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জামালপুরের সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ডিজেল) কৃষ্ণ কুমার দাসের তত্ত্বাবধানে এই কাজটি বাস্তবায়িত হয়েছে। পুনরায় চালু হওয়া এই ডিএম ওয়াটার প্ল্যান্টটি আলকো লোকোমোটিভের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উচ্চমানের ডিমিনারালাইজড জলের নির্ভরযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবে। দ্রবীভূত লবণ ও খনিজ পদার্থমুক্ত হওয়ায়, ডিএম জল লোকোমোটিভের কুলিং বা শীতলীকরণ ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটি স্কেল (আস্তরণ) গঠন, ক্ষয় এবং অভ্যন্তরীণ জমাটবদ্ধতা রোধ করে। এর ব্যবহারের ফলে শীতলীকরণ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ইঞ্জিনের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশের কার্যকারিতা ও আয়ুষ্কাল উন্নত হয়, রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কমে এবং সামগ্রিকভাবে লোকোমোটিভের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। প্ল্যান্টটি পুনরায় চালু হওয়ার ফলে জামালপুর লোকো শেডের রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতা শক্তিশালী হবে, যন্ত্রপাতির অকেজো থাকার সময় (downtime) কমবে এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ পরিষেবার জন্য লোকোমোটিভের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই উদ্যোগটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ রেল পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রক্ষণাবেক্ষণ পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং সর্বোত্তম প্রকৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মালদা ডিভিশনের অব্যাহত প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। ডিএম ওয়াটার প্ল্যান্টটি সফলভাবে পুনরুদ্ধারের কাজে জড়িত আধিকারিক ও কর্মীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন মালদার ডিআরএম । তিনি ভারতীয় রেলের বৃহত্তর স্বার্থে এই ধরনের উদ্ভাবনী ও সাশ্রয়ী উদ্যোগ অব্যাহত রাখার জন্য তাঁদের উৎসাহিত করেছেন। প্ল্যান্টটি পুনরায় চালু করার বিষয়টি রক্ষণাবেক্ষণ পরিকাঠামোর ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ রেল পরিষেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মালদা ডিভিশনের প্রতিশ্রুতিকে আরও সুদৃঢ় করে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ দ্বারা সমগ্র রেল নেটওয়ার্কে যাত্রীদের দ্রুত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ

মালিগাঁও, ২১ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী যাত্রাপথে অসুস্থ হয়ে পড়া যাত্রীদের সময়মতো চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে যাত্রী-সুরক্ষা ও কল্যাণের প্রতি প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে চলেছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির সাথে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আরপিএফ কর্মীরা নিশ্চিত করেন যে, যেকোনো চিকিৎসাজনিত জরুরি অবস্থা দেখা দিলে যাত্রীরা যেন তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সহায়তা পান। ১৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে আরপিএফ কর্মীরা ট্রেন নং. ১৫৬০৭ (তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল - শিলচর) আরনাই এক্সপ্রেস-এ ভ্রমণরত এক অসুস্থ মহিলা যাত্রীকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেন। তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিউ জলপাইগুড়ির রেলওয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরবর্তীতে বিশেষ চিকিৎসার জন্য উন্নততর চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হয়। একই দিনে, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে আরপিএফ কর্মীরা ট্রেন নং. ১৩১৭১ (সাব্রুম-শিয়ালদহ) কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস-এ ভ্রমণরত আরেকজন যাত্রীকেও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেন। স্টেশনে প্রাথমিক সহায়তা প্রদানের পর ওই যাত্রীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিউ জলপাইগুড়িস্থিত রেলওয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, জুন ২০২৬-এ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে ১২ জন যাত্রীকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এই মানবিক সেবা অব্যাহত রেখে, জুলাই ২০২৬-এ (আজ পর্যন্ত) আরও ৭ জন যাত্রীকে যথাসময়ে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে, যা যাত্রীদের সুরক্ষা ও কল্যাণের প্রতি আরপিএফ কর্মীদের তপরতা ও নিষ্ঠাকে প্রতিফলিত করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষিত এবং যাত্রী-বান্ধব ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আরপিএফ রেলওয়ে চিকিৎসা বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে জরুরি চিকিৎসাজনিত প্রয়োজনে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে, যা যাত্রী-সেবা ও মানবিক সেবার প্রতি ভারতীয় রেলের প্রতিশ্রুতিকে আরও সুদৃঢ় করে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর আদায়ে বাধা ও মারধর, গ্রেফতার তৃণমূল যুব নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর আদায়ের কাজে বাধা এবং টেন্ডার প্রাপককে মারধরের গুরুতর অভিযোগে ভক্তি নগর থানার পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের এক যুব নেতাকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তের নাম সঞ্জয় লিম্বু, যিনি ডাবগ্রাম এলাকার বাসিন্দা। এই ঘটনায় শিলিগুড়ির সালুগাড়া হাট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে সালুগাড়া হাটে পুরনিগমের নিয়ম অনুযায়ী কর আদায় করতে নতুন টেন্ডার প্রাপক রঞ্জিত পারিদা গিয়েছিলেন। সেই সময় সঞ্জয় লিম্বু নিজের সমর্থকদের নিয়ে সেখানে পৌঁছায় এবং কর আদায়ে বাধা দেয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, সালুগাড়া হাটে বেআইনি তোলাবাজি নিয়ে গত কয়েকমাস ধরে সঞ্জয় ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছিল। এর আগেও এক টেন্ডার প্রাপকের সঙ্গে এই দলের নাম জড়িয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শিলিগুড়ি পুরনিগম পুনরায় টেন্ডার জারি করে, যার দায়িত্ব পান রঞ্জিত পারিদা। তবে নতুন টেন্ডার পাওয়ার পরেও সঞ্জয় লিম্বু ও তার সমর্থকদের দৌরাত্ম্য কমেনি। সোমবারের ঘটনায় আহত রঞ্জিত পারিদা ভক্তি নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে সঞ্জয়কে প্রথমে আটক এবং পরে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্ত তৃণমূল যুব নেতাকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তৎপর রয়েছে।

সেকেন্ডেই চালকের কাছে চলে আসবে অ্যালার্ট! ট্রেনের ধাক্কা থেকে হাতি বাঁচাতে ডুয়ার্সে এআই প্রযুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি , ২১ জুলাই ঃ সেকেন্ডের মধ্যে চালকের কাছে খবর! এবার AI-এর নজরে রেললাইন। সফল পরীক্ষার পরে বড় পদক্ষেপ। ডুয়ার্সের সমস্ত হাতি করিডরে বসছে এআই প্রযুক্তি! ডুয়ার্সে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর ঘটনা রুখতে অবশেষে আশার আলো দেখাচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। আগে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু হাতি করিডরে সফল হওয়ার পরে এবার এই 'ইন্ট্রুসন ডিটেকশন সিস্টেম' (IDS) ধাপে ধাপে বসানো হচ্ছে বাকি সব হাতি করিডরেও। লাটাগুড়ি সহ শিলিগুড়ি- ডুয়ার্সের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ করিডরে ইতিমধ্যেই এই কাজ শুরু হয়েছে। ডুয়ার্সের জঙ্গল চিরে চলে যাওয়া রেললাইনে দীর্ঘদিন ধরেই হাতির মৃত্যুর মর্মান্তিক ছবি সামনে এসেছে। এতদিন বনদফতর ও রেলের মধ্যে সমন্বয় থাকলেও তা নির্ভর করত মোবাইল বা ওয়াকিটকির উপর, ফলে তথ্য পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় অনেক সময় দুর্ঘটনা এড়ানো যেত না। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হিসেবে আনা হয়েছে AI- ভিত্তিক IDS প্রযুক্তি। আলিপুরদুয়ার রেল ডিভিশন সূত্রে জানা গেছে, সেবক থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় এই প্রযুক্তি ধাপে ধাপে চালু করা হচ্ছে। আগের সাফল্যকে সামনে রেখে এবার পুরো করিডর জুড়ে এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে, ভবিষ্যতে হাতির মৃত্যুর ঘটনা অনেকটাই কমবে বলেই আশা করা হচ্ছে। এই বিষয় নিয়ে পরিবেশপ্রেমী

অনির্বাণ মজুমদার তিনি বলেন লাটাগুড়ি তথা ডুয়ার্স সংলগ্ন এলাকায় যে বনাঞ্চল রয়েছে যার মধ্যে রেললাইন প্রবেশ করেছে সমস্ত জায়গা গুলিতে যে জায়গা গুলি তার হাতির বেশি চলাচল রয়েছে সেই জায়গাগুলিতে এই সিস্টেম গুরুত্ব দিয়ে বসানো উচিত তাহলেই অনেকটাই কমে আসবে রেলে কাটা পড়বে অনেকটাই বন্যপ্রাণ।

অবৈধ গ্যাস ব্যবসায়ী গ্রেফতার রঘুনাথগঞ্জে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২১ জুলাই ঃ গত কয়েক মাসে আমেরিকার সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে দেশজুড়ে বেড়েছে রান্নার গ্যাসের দাম। ভারত তার প্রয়োজনের বড় অংশ এলপিজি বিদেশ থেকে আমদানি করে। যার সিংহভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে। কিন্তু আমেরিকা-ইরানের যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী দীর্ঘদিন ধরে অবরুদ্ধ হয়ে থাকায় দেশের বিভিন্ন অংশের শুরু হয়েছে রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত ইসলামপুর এলাকার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বসে অবৈধভাবে রান্নার গ্যাস মজুত এবং কালোবাজারি চক্র চালাতে গিয়ে সোমবার গভীর রাতে জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন এক ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতের নাম, শ্যামচাঁদ সাহা। ধৃত ওই ব্যক্তি ইসলামপুর গ্রামের লক্ষ্মী জনার্দনপুরে একটি বাড়িকে গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করে এক রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থার বিপুল পরিমাণ 'ডমেস্টিক' গ্যাস সিলিন্ডার অবৈধভাবে মজুত করে রেখেছিলেন। এরপর আরও কয়েকজনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ধৃত ওই ব্যক্তি 'ডমেস্টিক' গ্যাস সিলিন্ডার থেকে 'কমার্শিয়াল' সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি করে বাজারের দামের থেকে অনেক বেশি দামে বিভিন্ন হোটেল এবং রেস্তোরাঁয় বিক্রি করতেন বলে জানা গেছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এক আধিকারিক জানান, ধৃতের হেফাজত থেকে ৪৯ টি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়েছে। যার মধ্যে অনেকগুলো ভর্তি রয়েছে। এর পাশাপাশি 'ডমেস্টিক' সিলিন্ডার থেকে 'কমার্শিয়াল' সিলিন্ডারে রান্নার গ্যাস পাঠানোর জন্য ব্যবহার করা একাধিক অত্যাধুনিক সরঞ্জামক উদ্ধার হয়েছে ওই গোডাউন থেকে। রঘুনাথগঞ্জ থানার এক আধিকারিক জানান, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দেশের বাজারে রান্নার গ্যাসের কিছুটা সমস্যা রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ছাড়া সাধারণ গ্রাহক 'ডমেস্টিক' সিলিন্ডার 'বুক' পর্যন্ত করতে পারছেন না। কিন্তু হোটেল বা রেস্তোরাঁগুলো পর্যাপ্ত কমার্শিয়াল গ্যাস সিলিন্ডারের অভাবে গ্রাহকদের রসনা তৃপ্তিতে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়ছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বর্তমানে হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলোতে বিপুল পরিমাণ 'কমার্শিয়াল' গ্যাসের চাহিদা থাকার সুযোগ নিয়ে শ্যামচাঁদ সাহা আরও কয়েকজনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেআইনিভাবে 'ডমেস্টিক' গ্যাস সিলিন্ডার থেকে 'কমার্শিয়াল' গ্যাস সিলিন্ডারে ভর্তি করে তা বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরাঁগুলোয় যোগান দেওয়ার বেআইনি ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন। রঘুনাথগঞ্জ থানার এক আধিকারিক জানান , যে এলাকায় এই বেআইনি গোডাউন চালু হয়েছিল এবং গ্যাস ভর্তি করা হতো তার আশেপাশে প্রচুর মানুষের বসবাস। কিন্তু যে গোডাউনে এই অবৈধ কাজ কারবার চলত তার 'ফায়ার লাইসেন্স' থেকে শুরু করে রান্নার গ্যাস মজুত করার কোনওরকম লাইসেন্স ছিল না। পুলিশের ওই আধিকারিক বলেন, একজন ব্যক্তি সর্বাধিক সাতটি গ্যাস সিলিন্ডার রাখতে পারেন। অথচ ওই গোডাউনে বিপুল পরিমাণ গ্যাস সিলিন্ডার আনা হতো এবং তা 'কমার্শিয়াল' সিলিন্ডারে ভর্তি করে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে দেওয়া হতো। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ আরও জানতে পেরেছি, শ্যামচাঁদ সাহা মূলতঃ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে 'ডমেস্টিক' গ্যাস সিলিন্ডার জোগাড়ের কাজ করতেন। কিন্তু এই চক্রের মূল মাথা পুলিশি অভিযানের পর থেকেই পলাতক। ধৃত শ্যামচাঁদ সাহার পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে মঙ্গলবার তাকে জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে। বেআইনিভাবে গ্যাস সিলিন্ডার মজুত এবং 'ডমেস্টিক' সিলিন্ডার থেকে 'কমার্শিয়াল' সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি করে বিভিন্ন এলাকায় বিক্রির এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু ছাত্রীর, শোকের ছায়া এলাকায়

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২১ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত জামনা গ্রাম পঞ্চায়েতের কানপুর এলাকায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গেছে, মৃত ছাত্রীর নাম প্রিয়াঙ্কা মাঝি। সে মন্তেশ্বরের কানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুরে বাড়ির কাছেই একটি পুকুরে ভাই- বোনেদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়েছিল প্রিয়াঙ্কা। স্নান সেরে বাড়ি ফেরার সময় আচমকাই আকাশে বজ্রপাত শুরু হয়। সেই সময় একটি বজ্রপাত সরাসরি প্রিয়াঙ্কার ওপর আছড়ে পড়লে ঘটনাস্থলেই সে গুরুতর আহত হয়। একই সময় তার সঙ্গে থাকা ভাই- বোনেরা বজ্রপাতের তীব্র অভিঘাতে ছিটকে পড়লেও তারা প্রাণে বেঁচে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত প্রিয়াঙ্কাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেন। তবে ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মঙ্গলবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় প্রিয়াঙ্কার পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহপাঠী এবং এলাকার বাসিন্দারাও এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

দুর্গাপুরে সরানো হলো 'বিশ্ব বাংলা'র লোগো

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২১ জুলাই ঃ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই 'বিশ্ব বাংলা'র লোগো নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। কলকাতার পর এবার শিল্পশহর দুর্গাপুরের গুরুত্বপূর্ণ মোড় থেকে সরানো হলো 'বিশ্ব বাংলা'র লোগো। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে সিটি সেন্টারের ডিএমসি মোড়ে 'বিশ্ব বাংলা' গ্লোব তৈরি করেছিল আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ (এডিডিএ)। রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের দাবি, সরকার বদলালেও পূর্বতন তৃণমূল সরকারের প্রতীকচিহ্ন সরানো হয়নি। সেই বিতর্কেরই কার্যত ইতি টানা হলো। দুর্গাপুরের অন্যতম পরিচিত স্থাপত্য 'বিশ্ব বাংলা' গ্লোবটি প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ক্রেনের সাহায্যে সরানোর ব্যবস্থা করা হয়। গ্লোব সরানোর সময় এলাকায় নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। ঘটনাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ভিড় করে পুরো প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, বিশ্ব বাংলার নাম করে আগের তৃণমূল সরকার অশোক স্তম্ভকে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বাংলা এগোচ্ছে। তাই আবার অশোক স্তম্ভ তার যথাযথ মর্যাদা ফিরে পাচ্ছে। সেই কারণেই বিশ্ব বাংলার লোগো সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।

Notice

I, Suman Talukdar, S/o Late Kiran Talukdar of Permanent Address – Priti Nagar, Panihati, North 24 Paraganas - 700114, West Bengal, India holding Indian Passport No. X8048461 and Aadhar Card No. 9666 6583 4299 do hereby solemnly affirm and declare that on 5 th January, 2020 my marriage has been solemnized at SHREE SHREE RADHA GOBINDA MANDIR, Dhaka, Bangladesh with Satu Talukder, D/o Rana Talukder and Parul Talukder of permanent address - 14 West Banagram, Mojid Beara, South Keraniganj, Teghoria, Pin – 1311, Dhaka, Bangladesh, holding Bangladesh Passport No. A22782123 and NID No. 6912298962. Since then, we have been husband and wife.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী বেবিতা দাস, স্বামী- পতিতপাবন দাস, সাং- দফরপুর, থানা- ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া ৭১১৪০৫। এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৯১ /১১, ১২২ /০৯, ২৭০/০৯, ২০১/২০ ও ২৫০২/২৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা দফরপুর, জে.এল. ৩৮, এলআর ৯৯৭ নং খতিয়ানে, আরএস, ও এলআর, ১৭০৭ ও ১৭০৭/৩৪০৩ নং দাগে ০৩ শতক সম্পত্তি এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৯৯০/ ২৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা অনিল কুমার হাতী- এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী চন্দন চ্যাটার্জ্জী -এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

GOURI GHOSH (Advocate).
Howrah Judges Court.

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

The Forest Friendly Company

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪ ফ্যাক্স নম্বরঃ (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
ই-মেইলঃ corp@duroply.com ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in
CIN– L20211WB1957PLC023493

ভৌত শেয়ার হস্তান্তর ও
ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং. H/O/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/ 2026-এর প্রেক্ষিতে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ১ এপ্রিল ২০১৯-এর পূর্বে কেনা বা বিক্রি করা ফিজিক্যাল শেয়ার (কাগজের সনদযুক্ত শেয়ার) হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন বা 'ডিম্যাট' (ইলেকট্রনিক রূপান্তর)-এর জন্য ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের মেয়াদে একটি বিশেষ ব্যবস্থা বা 'স্পেশাল উইন্ডো' চালু করা হয়েছে।
এই সুবিধাটি সেইসব 'ট্রান্সফার ডিড' (মালিকানা হস্তান্তরের দলিল)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর সময়সীমার আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্র বা প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে যা প্রত্যাখ্যান বা ফেরত দেওয়া হয়েছিল অথবা যার ওপর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সফলভাবে যাচাই-বাছাইয়ের পর, শেয়ারগুলো কেবল 'ডিম্যাটেরিয়ালাইজড' (ইলেকট্রনিক) আকারে হস্তান্তর করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য 'লক-ইন' (হস্তান্তর-নিষিদ্ধ) অবস্থায় থাকবে। উক্ত 'লক-ইন' সময়কালে এই ধরনের সিকিউরিটিজ হস্তান্তর, সেগুলোর ওপর কোনো 'লিয়েন' (দাবি) চিহ্নিত করা বা সেগুলো বন্ধক রাখা যাবে না।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট-'মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ঠিকানাঃ ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১। টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৪৮-২২৪৮ ইমেইল আইডিঃ contact@mdplcorporate.com
এই বিজ্ঞপ্তিটি www.duroply.com এবং www.bseindia.com-এও দেখা যাবে।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /-
কোমল ধ্রুব
কোম্পানি সেক্রেটারি,
সদস্যপদ নং. A41850

কলকাতা
২১ জুলাই, ২০২৬

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad,Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com
Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: (1) 05/NAMGP/26 (Tied), (2026-27) dt: - 20/07/2026. Last Date of Bid Submission: 27/07/2026, 04:00 Hrs. Date of Opening: 29/07/2026, 04:00 Hrs. For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24 PGS,. or Visit: https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Namkhana Gram Panchayat

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP in connection with the death anniversary of Mahanyak Uttam Kumar on 24th July, 2026 at Keoratala Crematorium." [Job No. KIT/RW/110 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-060/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 23.07.2026 up to 03.00 PM
2. Name of Work: "Provision for temporary high speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP in connection with the death anniversary of Mahanyak Uttam Kumar on 24th July, 2026 at Keoratala Crematorium." [Job No. KIT/RW/111 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-061/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 23.07.2026 up to 03.00 PM.
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

I, ISHITA CHOUDHARY, daughter of Shri Vikrant Choudhary residing at Flat No. B, 2nd Floor, Block-C, Sarju Enclave, 98, Gouri Nath Shastri Sarani, Kolkata – 700055, West Bengal do hereby solemnly affairm that I shall henceforth be known as Isheeta Choudry. As declared Before The Notary Public, Kolkata, West Bengal, vide Affidavit dt. 14.7.2026. ISHITA CHOUDHARY and ISHEETA CHOUDRY both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি
In the Court of Civil Judge Jr. Div. at Jhargram
Probate case no. 0226
শ্রী লাবন্য কুমার মাহাত
Petitioner
বনাম
General Public of Jhantibandh
O.P
এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে- উক্ত নম্বর মোকদ্দমায় মৃত রাজেন্দ্র নাথ মাহাত সাং ও পোঃ- ঝাঁটিবাঁধ, থানা ও জেলা- ঝাড়গ্রাম। উক্ত ঠিকানার মৃত রাজেন্দ্র নাথ মাহাত এর গত ইং ১৯.০৪.২০১২ তারিখের উইলের জন্য Probate Certificate পাইবার জন্য দরখাস্তকারী উক্ত নম্বর মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন। অত্র মোকদ্দমায় কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি ৩০ দিন মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া লিখিত ভাবে জানাইবেন। অন্যথায় একতরফার শুনানি হইবে।
উইলে উল্লিখিত তপশীল বর্ণিত জমির বিবরণঃ থানা- ঝাড়গ্রাম, মৌজা- ঝাঁটিবাঁধ, জে এল নং ৫৩৬, খতিয়ান নং ১০ /১০, হাল খতিয়ান নং ১৪৪
দাগ নং
১১০ দাগে .০৪ ডেসিমেল
১০৫ দাগে .০৩ ডেসিমেল
১০৯ দাগে .০১ ডেসিমেল
১১১ দাগে .০৪ ডেসিমেল
১১৭ দাগে .০৪ ডেসিমেল
১৩৯ দাগে ১.৪৪ ডেসিমেল
১৩৯ /৩৫৭ দাগে ০.৮২ ডেসিমেল
১১৫ দাগে .০২ ডেসিমেল
১১৫/৩৬৫ দাগে .০৩ ডেসিমেল
২২২ দাগে .১১ ডেসিমেল,
১০৪ দাগে .১৬ ডেসিমেল
১১৩ দাগে .২৩ ডেসিমেল
সর্বমোট ২.৯৮ একর (দুই দশমিক আঠানব্বই একর)
উইলকৃত জমির মূল্য ১,৮০,০০০ /- (এক লক্ষ আশি হাজার টাকা)
শ্রী সুদীপ্ত সরেন
SHERISTADAR
CIVIL JUDGE (JR. DIVN.)
COURT, JHARGRAM
14.7.2026

বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এপি/ইএল/১০/২৬-২৭। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নংঃ এপি/ইএল/১০/ ২৬-২৭; কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেঃ বৈদ্যুতিক কাজ-এর জন্যঃ এসএসই/ডব্লিউ/II

‘উনি হয়তো চান বুদ্ধদেবের অসমাপ্ত কাজ শুভেন্দু শেষ করুন!’ মীরা ভট্টাচার্যকে বেনজির আক্রমণ কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ মঙ্গলবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়াল তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধী বিজেপি কিংবা দলছুট নেতাদের পাশাপাশি এ বার রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যকেও নিশানা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, মীরা ভট্টাচার্য নাকি চাইছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ‘অসমাপ্ত কাজ’ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার শেষ করুক। যদিও এই দাবির পক্ষে তিনি কোনও প্রমাণ বা তথ্য পেশ করতে পারেননি। সম্প্রতি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যের নিরাপত্তা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই পদক্ষেপের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন মীরা ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গ না তুললেও বিড়লা তারামণ্ডল চত্বরে আয়োজিত তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের সভা থেকে হঠাৎ তাঁকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের বক্তব্যে তিনি ২১ জুলাইয়ের আগের রাতের ঘটনাও তুলে ধরেন। তৃণমূলের অভিযোগ, বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে সভাস্থলে লাগানো একাধিক ব্যানার, পোস্টার ও প্রচারসামগ্রী ভাঙচুর করা হয়েছিল। সেই ঘটনার জেরেই সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত

সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই প্রসঙ্গ টেনে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘সোমবার রাতের পরিস্থিতি দেখে তাঁর সিপিএম আমলের কথা মনে পড়ে গিয়েছে।’’ তাঁর দাবি, চমকাইতলায় একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টেনে তিনি অভিযোগ করেন, এখন বিজেপির কর্মীরাই একই ধরনের কাজ করছে। এরপরই তিনি প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যকে ঘিরে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। কল্যাণের কথায়, ‘‘সেদিন তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষ করতে সফল হননি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আজ শুভেন্দু অধিকারী সেই কাজ শেষ করারই চেষ্টা করছেন।’’ এখানেই থামেননি তিনি। আরও দাবি করেন, ‘‘মীরা ভট্টাচার্য হয়তো বলেছেন, বুদ্ধদেবের অসমাপ্ত কাজ শুভেন্দু অধিকারী করুন। লাঠি চালান, খুন করুন। সিপিএম সরকারের আমলে যা যা হয়নি, এখন তিনি চাইছেন সেই কাজই হোক।’’ একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচিতে এ বছর রাজনৈতিক সংঘাত ছিল স্পষ্ট। একদিকে বিজেপিকে নিশানা করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব, অন্যদিকে দলভাঙনের পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকেও একাধিকবার আক্রমণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আবহেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উস্কে দিয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের বিষয়ে মীরা ভট্টাচার্যের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি। তবে ২১-এর মঞ্চ থেকে কল্যাণ যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন তা বাংলার রাজনীতিতে আগামী দিনে যে ঝড় তুলতে পারে, তা অনুমান করা যায়।

মধ্যমগ্রামে এ কী কাণ্ড! লিভ ইন পার্টনারের অবস্থা দেখে হতবাক হোটেলের কর্মীরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২১ জুলাইঃ একদিন আগেই নিউটাউনে ২৫ বছরের যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। একই ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল তাঁর লিভ ইন পার্টনারের রক্তাক্ত দেহ। সেই ঘটনার রহস্য ভেদ হাওয়ার আগেই এবার লিভ ইন পার্টনারের দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য মধ্যমগ্রামে। হোটেল থেকে উদ্ধার হল মহিলার দেহ। তাতেই শোরগোল গোটা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ওই মহিলার নাম রিনা রাম। বয়স ৪০ বছর। মধ্যমগ্রামের তিন নম্বর ওয়ার্ড পাটুলির বাসিন্দা। সূত্রের খবর, মধ্যমগ্রামের ওই হোটেলে ১৭ তারিখ থেকে ছিলেন তিনি। কিন্তু, সোমবার সকাল থেকে আর তাঁর ঘরের দরজা খুলতে দেখা যায়নি। তাতেই চাপানউতোর শুরু হয়। হতবাক হয়ে যান হোটেলের কর্মীরা। শেষ পর্যন্ত খবর যায় পুলিশের কাছে। পুলিশ এসে দরজা খুলে ওই মহিলার দেহ উদ্ধার করে। কিন্তু কী করে তাঁর মৃত্যু হল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। খুন না আত্মহত্যা তা বোঝার চেষ্টা করছে পুলিশ। আপাতত অপেক্ষা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট। রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ সংক্রান্ত ধোঁয়াশা অনেকটাই কাটবে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, ওই এলাকারই গৌরব শেখ নামে এক যুবকের সঙ্গে তার লিভ ইন সম্পর্ক ছিল। প্রায়শই গৌরবের সঙ্গে বিভিন্ন হোটেলে গিয়ে থাকতেন। ইতিমধ্যেই গৌরবকেও আটক করেছে

‘তৃণমূলে থেকে কী করেছেন, মুখ খুললে মুখোশ খুলে দেব’

১-র পাতার পর-তৃণমূলে ১০ বছর কী করেছেন, সব মুখোশ খুলে দেব।’’ মমতার এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার প্রায় দু’মাস পরে শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েও একই ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। সে সময়ও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, শুভেন্দু দীর্ঘদিন তৃণমূল কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। তখন মমতা বলেছিলেন, ‘‘আপনিও প্রায় ১০-১১ বছর তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক এবং মন্ত্রী ছিলেন। কখনও পরিবহণ দফতর, কখনও সেচ দফতরের দায়িত্ব সামলেছেন। একাধিক জেলার দায়িত্বও আপনার হাতে ছিল। জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রামসভা গঠনের কাজেও ভূমিকা নিয়েছেন। আপনি কী করেছেন, সবটাই আমি জানি।’’ একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চে সেই পুরনো বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটালেন তিনি। এদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, ভয় দেখিয়ে কিছু মানুষকে সাময়িকভাবে চুপ করানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে দলের আসল শক্তি বদলে যায় না। তাঁর কথায়, ‘‘আসল তৃণমূল আমরা। শুধু সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিলেই দল হয়ে যায় না। ওটা বিজেপির সাইনবোর্ড। কয়েকজন নেতা চলে গিয়েছেন, কিন্তু কর্মীরা আমাদের সঙ্গেই আছেন।’’ দলত্যাগীদের উদ্দেশে শেষবারের মতো কটাক্ষ ছুড়ে তিনি বলেন, ‘‘আপনাদের আর প্রয়োজন নেই। ধনে, মানে, প্রাণে ভালো থাকুন। নতুন প্রজন্মকে নিয়েই নতুন করে লড়াই হবে।’’ দল ভাঙার পর প্রথম একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মমতার এই ধারাবাহিক আক্রমণ যে আগামী দিনের রাজনৈতিক সংঘাতকে আরও তীব্র করে তুলল, তা বলাই যায়। এদিন শহিদ দিবসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বামপন্থী শিল্পী চন্দন সেনের কথা টেনে আনেন মমতা। তিনি বলেন, ‘‘আমি একজনকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তিনি আমাদের দলের না হলেও। তিনি একজন বিখ্যাত শিল্পী। নাম চন্দন সেন। আমি তাঁর একটা ভিডিয়ো দেখছিলাম। এরা অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসও নাকি দখল করতে গিয়েছিল। তা নিয়ে উনি বলেছেন, ‘এরকম তো আমরা জীবনে দেখিনি।’ তিনি বলেছেন, ‘এই একটা সময় সবাইকে উঠে দাঁড়াতে হবে। একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে।’ আমি এটাকে সমর্থন করি।’’ এরপরই বামেদের বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘আমি আগেই বলেছিলাম। বাবুল-দোলারা জানে, রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন বলেছিলাম, যে আসুন আমরা সারা ভারতবর্ষে ইন্ডিয়া জোট নিয়ে লড়াই করি। বাংলাতেও করি। আমার কারও প্রতি কোনও ইগো নেই। কারও প্রতি কোনও অসন্তোষ-ক্ষোভ নেই। তা না হলে মনে রাখবেন, আজকে যাঁরা বিজেপির কথায় দলীয় অফিস খুলতে পারছেন, মিটিং মিছিল করছেন। আমাদের শেষ করার পর ওরা আপনাদের শেষ করে দেবে। আমি চাই না, গণতন্ত্র শেষ হোক। গণতন্ত্র লুণ্ঠিত হোক। এখনও যদি বিবেকের জাগ্রত চেতনা থাকে, তাহলে মনে রাখবেন, সবাইকে এক হয়ে লড়া দরকার।’’ এদিন মঞ্চে উঠে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বলেন, বিজেপির হাতে কেন্দ্রীয় সরকার রয়েছে, ক্ষমতা রয়েছে, পুলিশ রয়েছে, কিন্তু মানুষের সমর্থন নেই। বাংলার মানুষ জানেন কীভাবে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। তাই সেই প্রসঙ্গে আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এরপরই তিনি জানান, রাজনৈতিক লড়াই থেকে তৃণমূল কোনও দিন পিছিয়ে যাবে না। তাঁর কথায়, ‘‘ফুটপাতে থাকব, লড়াই করে বিজেপিকে হারাব। দেখি ওরা কী করতে পারে।’’ এর পরেই অভিষেকের বক্তব্যের নিশানায় আসে মেয়ো রোডে আলাদা করে একুশে জুলাই পালন করা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। নাম না করেই তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে তিনি বলেন, ‘‘পাঁচ ওয়াট, দশ ওয়াটের বাল্ব এখন ভাবছে তারা হ্যালোজেন হয়ে গিয়েছে।’’ তাঁর কটাক্ষ, ‘‘গদ্দাররা ওই শিবিরে গেছে। কিন্তু ওদের বেশি কিছু বলতে হবে না। শুধু ‘বি.সি.’ বললেই হবে, বালিশ চাটা! যদিও বিসি-র অনেক মানে হয়!’’ এই মন্তব্যের পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের একমাত্র শক্তির উৎস হিসেবে তুলে ধরেন অভিষেক। তাঁর দাবি, তৃণমূলের রাজনৈতিক শক্তি এবং কর্মীদের অনুপ্রেরণার কেন্দ্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। তাঁর কথায়, ‘‘বিদ্যুতের সঞ্চার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শক্তির উৎসও তিনিই।’’ তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে রয়েছেন, মানুষের সমর্থনও সেখানেই রয়েছে। তৃণমূলের শিকড়ের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘কেউ গদ্দারি বা বেইমানি করে তৃণমূলকে দুর্বল করার কথা ভাবলে ভুল করবে। এতে দল আরও শক্তিশালী হবে।’’ একইসঙ্গে, বিজেপিকে লক্ষ্য করেও এ দিন তীব্র চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তিনি। তাঁর দাবি, বাংলার মাটি থেকে বিজেপিকে উৎখাত করার লড়াই চলবে। সেই প্রতিশ্রুতিও সভামঞ্চ থেকেই দেন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘‘বাংলা থেকে বিজেপিকে উৎখাত করব, এই কথা দিয়ে গেলাম। দেখি কত ক্ষমতা রয়েছে। কী করবে বিজেপি? জেলে ভরবে? মিথ্যা মামলায় ফাঁসাবে? ফাঁসাক। তবু মাথা নত করব না।’’ নিজের অবস্থান আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেন, ‘‘আমার মেরুদণ্ড বিক্রির জন্য নয়।’’ সভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশেও আবেগঘন বার্তা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, যাঁরা এ দিন সমাবেশে এসেছেন, তাঁরা ভয়কে উপেক্ষা করেই এসেছেন। তাঁদের সাহসকেই তিনি তৃণমূলের আসল শক্তি বলে উল্লেখ করেন। সবশেষে তিনি বলেন, ‘‘অজ যারা এই সভায় এসেছেন, তাঁদের বুকের পাটা আছে। প্রাণ হাতে করেই তাঁরা এখানে পৌঁছেছেন। তাই আজ মনে হচ্ছে, নতুন করে তৃণমূলের জন্ম হল। এই নতুন তৃণমূল আগামী চল্লিশ বছর বাংলার রাজনীতিতে লড়াই চালিয়ে যাবে।’’

‘কাউকে রেয়াত করা হবে না’

১-র পাতার পর-শরিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। বিরোধী দলগুলির প্রতিও গঠনমূলক ভূমিকা পালনের আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও দেশের ভবিষ্যৎ ও যুবসমাজের স্বার্থে সব সাংসদেরই একসঙ্গে কাজ করা উচিত।’’ প্রসঙ্গত, প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে ৩ মে মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট বাতিল করা হয়। পরে, জুন মাসের শেষ দিকে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে পরীক্ষার রেজাল্টও প্রকাশিত হয়েছে। রিজিজু জানান, প্রশ্নফাঁসের খবর প্রকাশ্যে আসার পরই সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই জন্য বিলম্ব না করে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তও কার্যকর করা হয়েছে। নিটের প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সংসদ অভিযান করে ককরোচ জনতা পার্টি। তবে, ইতিমধ্যে ককরোচ জনতা পার্টির দুই সদস্যের সঙ্গে দেখা করেন জেপি নাড্ডা। তাঁদের দাবি-দাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন। নড্ডা জানান, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে।

ভরদুপুরে নিউটাউনে শিউরে ওঠা দৃশ্য! পারিবারিক বিবাদে বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে খুন, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ জমি বিবাদের চরম পরিণতি! কলকাতার নিউটাউনের পাথরঘাটায় ঘটল এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ভিটেমাটির বিবাদকে কেন্দ্র করে ধারালো অস্ত্রের কোপে প্রাণ হারালেন বাবা ও ছেলে। মর্মান্তিক এই হামলায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন পরিবারের গৃহবধূ। খবর পেয়েই বিধাননগর কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এই রক্তাক্ত ঘটনায় যুক্ত থাকার সন্দেহে ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতদের নাম মোজাফফর মিস্ত্রি ওরফে মনা (৫৫) এবং তাঁর ছেলে বাপি মিস্ত্রি (২৬)। পাথরঘাটা এলাকায় মিস্ত্রি পরিবারের একটি বিতর্কিত জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ঝামেলা চলছিল। সোমবার সেই জমিতে অন্য পক্ষ নির্মাণকাজ শুরু করলে মনা মিস্ত্রি ও তাঁর পরিবার তাতে বাধা দিতে যান। অভিযোগ, বাধা দেওয়া মাত্রই বিপক্ষ গোষ্ঠী আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং ধারালো অস্ত্র উঁচিয়ে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দুষ্কৃতীরা রামদা ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে মনা, তাঁর ছেলে বাপি এবং স্ত্রীকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজনই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে- হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিসকেরা বাবা ও ছেলেকে মৃত ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই মহিলা। ভরদুপুরে এমন বিভস হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়াতেই সমগ্র পাথরঘাটা এলাকায় তীব্র আতঙ্কের পাশাপাশি ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বিশৃঙ্খলা এড়াতে এলাকা জুড়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের প্রাথমিক অনুমান, জমি সংক্রান্ত শত্রুতার জেরেই এই বর্বরোচিত হামলা। ঘটনার নেপথ্যে থাকা মূল অভিযুক্তদের ধরে আনতে ও সত্য উন্মোচন করতে একাধিক সন্দেহভাজনকে আটক করে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

উত্তর-পূর্ব রেলের ’স্বাগত সে স্বচ্ছতা’ অভিযান

গোরখপুর, ২১ জুলাই, ২০২৬ঃ গোরখপুর সদর দপ্তরের যান্ত্রিক বিভাগের ইএনএইচএম শাখা, ’স্বাগত সে স্বচ্ছতা’ অভিযানের অধীনে ২০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর জংশন স্টেশনের ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আযোজন করে। এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল রেল কর্মচারী ও যাত্রীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং রেল চত্বরকে পরিষ্কার, সু ন্দর ও স্বাস্থ্যকর রাখতে জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

NAME CHANGE

I, Saneda Bibi (Old Name) W/O–Jalaluddin Shaikh resident of Vill -Natunpara , Po & Ps-Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Saneda Bibi to Sahanara Bibi and henceforth I shall be known as Sahanara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Sahanara Bibi & Saneda Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jalaluddin Sk (Old Name) S/O–Abdul Jalil resident of Vill -Natunpara , Po & Ps-Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Jalaluddin Sk to Jalaluddin Shaikh and henceforth I shall be known as Jalaluddin Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Jalaluddin Shaikh & Jalaluddin Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hayadar Ali (Old Name) S/O–Hasen Mondal resident of Vill-Kulbona Jayrampur , Po & Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Hayadar Ali to Haydar Mondal and henceforth I shall be known as Haydar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/07/2026. My name Haydar Mondal & Hayadar Ali both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Jahanara Bibi (Old Name) W/O–Hasen Mondal resident of Vill-Kulbona Jayrampur , Po & Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Jahanara Bibi to Jahannara Bibi and henceforth I shall be known as Jahannara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/07/2026. My name Jahannara Bibi & Jahanara Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Lovely Begum (Old Name) W/O–Fazlul Haque resident of Vill & Po-Hariharpara , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my name from Lovely Begum to Marjia Begam and henceforth I shall be known as Marjia Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/07/2026. My name Marjia Begam & Lovely Begum both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rekha Majumder (Old Name) W/O–Dilip Majumder resident of Vill-Khanpur , Po-Gobarpota , Ps-Kotwali , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741103 do hereby declared that I have changed my name from Rekha Majumder to Smritirekha Majumder and henceforth I shall be known as Smritirekha Majumder (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/07/2026. My name Smritirekha Majumder & Rekha Majumder both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Debashish Majumder (Old Name) S/O–Dilip Majumder resident of Vill-Khanpur , Po-Gobarpota , Ps-Kotwali , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741103 do hereby declared that I have changed my name from Debashish Majumder to Debashish Majumdar and henceforth I shall be known as Debashish Majumdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/07/2026. My name Debashish Majumdar & Debashish Majumder both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Najma Bibi (Old Name) W/O–Fazlul Hoque resident of Vill & Po-Patkeldanga , Ps-Sagardighi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742122 do hereby declared that I have changed my name from Najma Bibi to Nazma Khatun and henceforth I shall be known as Nazma Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 21/07/2026. My name Nazma Khatun & Najma Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kajal Lata Majumder (Old Name) W/O–Bhishmadeb Majumdar resident of Benali, Hanskhali, Nadia, West Bengal, Pin-741502 do hereby declared that I have changed my name from Kajal Lata Majumder to Kajal Majumdar and henceforth I shall be known as Kajal Majumdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Kajal Majumdar & Kajal Lata Majumder both are same and one identical person.

শহিদ পরিবারগুলিকে মাসে

১-র পাতার পর-লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে জানিয়ে ঋতব্রতের হুঁশিয়ারি, ‘‘বিজেপি যদি মনে করে রক্তচক্ষু দেখিয়ে আমাদের ঠেকাবে, তাহলে তারা ভুল করছে।’’ এর পাশাপাশি, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দেন ঋতব্রত। তিনি বলেন, ‘‘দিদি, কেন এত বছর পার হয়ে গেলেও ২১ জুলাইয়ের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সামনে আসেনি?’’ দলের বিপুল পরিমাণ অর্থ তহবিলের হিসেব নিয়েও শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি তোলেন তিনি। ঋতব্রতের অভিযোগ, শহিদদের সঙ্গে এমন চুরি কখনও হয়নি। তাঁর দাবি, দলের টাকা হাতে এলে ২১ জুলাইয়ের প্রত্যেকটি শহিদ পরিবারকে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে আয়োজিত এই সভায় ঋতব্রত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, শিউলি সাহা-সহ বহু নেতৃত্ব। তারকা সংস্কৃতির বদলে প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মী ও শহিদ পরিবারগুলোকে মর্যাদা দেওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য বলে এদিনের সভা থেকে জোর গলায় দাবি করেন ঋতব্রত।

নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে মোদির বাড়ির

১-র পাতার পর-করেছে বিরোধীরা। কংগ্রেসের অভিযোগ, পরীক্ষাব্যবস্থার উপর থেকে ছাত্র-যুবদের আস্থা নষ্ট হয়েছে এবং কেন্দ্র এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, দিল্লি পুলিশ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ এনেছে। পুলিশের দাবি, কিছু বিক্ষোভকারী উশৃঙ্খল, আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক আচরণ করেন। তারা পাথর ছুড়ে পুলিশ কর্মীদের উপর হামলা চালায়, পুলিশি যানবাহন ভাঙচুর করে এবং ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি করে। দিল্লি পুলিশের হিসেব অনুযায়ী, সোমবারের ঘটনায় ১১৮ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ ও ভিডিও খতিয়ে দেখছে তারা। সোমবারের সংঘর্ষের পর উত্তপ্ত হয়েছে রাজধানীর রাজনৈতিক আবহ। কংগ্রেসের এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে নিট প্রশ্নফাঁস এবং পরীক্ষায় অনিয়মের ইস্যু বর্ষাকালীন অধিবেশনে আরও জোরালোভাবে উঠতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কেউ যদি হুকিং করে পদক্ষেপ

১-র পাতার পর- নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রথমে সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল ও কর্মীদের বাড়ি দিয়ে শুরু করতে হবে। সঙ্গে ডেডিকেটেড গ্রিভেন্স সেল ও হটলাইন নম্বর রাখতে হবে যাতে গ্রাহকদের কোনও ক্ষোভ না থাকে। একই সঙ্গে বিকল্প শক্তির গুরুত্ব মেনে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ‘সূর্য ঘর’ যোজনায় পশ্চিমবঙ্গ আজ থেকেই জোরকদমে পা দিল বলে জানান তিনি। সবশেষে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভিটা শিমলা স্ট্রিটে বিদ্যুৎ নিগমের লভ্যাংশের ৫ কোটি টাকা সিএসআর ফান্ড থেকে অনুদান দেওয়ায় আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। এবং ২০২৭ সালের মধ্যে রাজ্যকে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোয় এক নম্বরে নিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন।

নিজের পছন্দের হাসপাতালে

১-র পাতার পর-আদালতে জানান, ওয়াংচুককে মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরে সরকারের কোনও আপত্তি নেই। তবে তিনি আদালতের কাছে আবেদন করেন, চিকিৎসকদের পরামর্শ উপেক্ষা করে যেন ওয়াংচুক হাসপাতাল থেকে ছুটি না নেন। মেহতার বক্তব্য, তিনি নিজের হাসপাতাল ও চিকিৎসক বেছে নিতে পারেন। কিন্তু চিকিৎসকদের পরামর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। যদি তিনি আবার আন্দোলনস্থলে ফিরে যান এবং শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়, তাহলে বড় ঝুঁকি তৈরি হবে। শুনানির সময় আদালত জানায়, চিকিৎসকদের রিপোর্ট এবং মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁদের মনে হয়েছে, ওয়াংচুকের এখনও নিয়মিত চিকিৎসা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। ওয়াংচুককে এবার পছন্দের হাসপাতালে স্থানান্তর করা যাবে।

সিকিম বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে

১-র পাতার পর-জানান মুখ্যমন্ত্রী। সিকিম পুলিশ সূত্রে খবর, সিকিমে নির্মীয়মাণ একটি সুড়ঙ্গ ধসে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যেকের পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলে অনুমান। এখনও অন্তত ১৮ জন শ্রমিক টানেলের ভিতরে আটকে রয়েছেন বলে খবর। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। ওই এলাকায় জাতীয় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিগমের-র তিস্তা স্টেজ-৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অন্তর্গত একটি নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ধ্বংসস্তূপে আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য উদ্ধারকারী দল চেষ্টা চালালেও এখনও পর্যন্ত সফল হয়নি। সুড়ঙ্গের ভিতরে মিথেন গ্যাসের উপস্থিতির কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। খবর পাওয়া গেছে যে, আটকা পড়া ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টার সময় বেশ কয়েকজন উদ্ধারকর্মী মাথা ঘোরা এবং এমনকী জ্ঞান হারানোর মতো সমস্যায় পড়েছেন। কর্মকর্তাদের ধারণা, ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে প্রাকৃতিকভাবেই মিথেন গ্যাস নির্গত হচ্ছে।

NAME CHANGE

I, Benajir K

ঝরনার ধারায় জলের সমাধান, বেলপাহাড়ির তৃষ্ণা মেটাতে বিজ্ঞানীর নয়া ভাবনা

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২১ জুলাই ঃ পাহাড় বেয়ে সারা বছর নেমে আসে স্বচ্ছ জলের ধারা। অথচ সেই জল চোখের সামনে দিয়েই বয়ে গেলেও গ্রীষ্ম এলেই পানীয় জলের জন্য হাহাকার পড়ে যায় ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ির বহু প্রত্যন্ত গ্রামে। বিশেষ করে লোধা-শবর-সহ জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট যেন নিয়তি। সেই সমস্যারই সহজ, স্বল্পব্যয়ী ও পরিবেশবান্ধব সমাধানের পথ দেখালেন ভূবিজ্ঞানী তথা পরিবেশবিজ্ঞানী প্রণব সাহু। তাঁর প্রস্তাব, পাহাড়ি ঝরনার জল সংরক্ষণ করে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হলে বহু পরিবারের পানীয় জলের সংকট মিটতে পারে। ঝাড়গ্রামের জামবনি ব্লকের সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক প্রণব দীর্ঘদিন ধরে বেলপাহাড়ির ভূপ্রকৃতি ও জলসম্পদ নিয়ে গবেষণা করছেন। সম্প্রতি চাকাডোবা, বাঁশপাহাড়ি এবং লালজল এলাকার একাধিক স্থায়ী ঝরনায় সমীক্ষা চালিয়েছেন তিনি। সেই সমীক্ষায় অংশ নেন ভূগোল বিভাগের চতুর্থ সেমেস্টারের দুই ছাত্র সঞ্জীব মুর্মু ও সাগেন টুডু। সমীক্ষায় উঠে এসেছে, অন্তত পাঁচটি ঝরনা সারা বছরই সচল থাকে। প্রতিটি ঝরনা থেকে মিনিটে প্রায় চার লিটার, অর্থাৎ দিনে প্রায় ৫,৭৬০ লিটার জল সংগ্রহ করা সম্ভব।

সেই হিসেবে পাঁচটি ঝরনা থেকে প্রতিদিন মিলতে পারে প্রায় ২৮ হাজার ৮০০ লিটার জল। প্রাথমিক পরীক্ষায় ঝরনার জলের গুণমানও আশাব্যঞ্জক বলে দাবি প্রণবের। তাঁর বক্তব্য, জলে দ্রবীভূত খনিজের পরিমাণ (টিডিএস) এবং অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য (পিএইচ) পানীয় জলের গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যেই রয়েছে। তাঁর হিসাব অনুযায়ী, চাকাডোবা, পাটাঘর-সহ সংলগ্ন জনজাতি অধ্যুষিত প্রায় ১২০টি পরিবারের দৈনিক পানীয় ও গৃহস্থালির জন্য প্রয়োজন প্রায় ১৯ হাজার ২০০ লিটার জল। অর্থাৎ ঝরনা থেকে সংগ্রহ করা জলেই সেই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। প্রণবের প্রস্তাব, ঝরনার জল যেখানে নেমে আসে, সেখানে ছোট জলাধার বা ট্যাঙ্ক তৈরি করে জল সংরক্ষণ করা যেতে পারে। পরে পাইপলাইনের মাধ্যমে সেই জল পৌঁছে দেওয়া হবে গ্রামে। এতে একদিকে যেমন কম খরচে দীর্ঘমেয়াদি পানীয় জলের সমাধান মিলবে, অন্যদিকে প্রাকৃতিক জলসম্পদেরও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ সাহু বলেন, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ খুলে যেতে পারে। একই সঙ্গে গবেষণার বাস্তব প্রয়োগেরও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি হবে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রণব সাহুর জমা দেওয়া প্রস্তাবটি খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে। পাহাড়ি ঝরনার স্বাভাবিক প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রেখেই মানুষের তৃষ্ণা মেটানোর এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে, তা জঙ্গলমহলের জলসংকট মোকাবিলায় নতুন দিশা দেখাতে পারে।

শিলতোর্সা নদীর ভাঙন, দশ দিনে ১০০ বিঘা জমি নদীগর্ভে বিলীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই ঃ শিলতোর্সা নদীর ভাঙনে তছনছ এলাকা। গত দশ দিনে প্রায় ১০০ বিঘা কৃষিজমি নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে, যার ফলে কৃষকদের প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা রঞ্জিত মুন্ডা এলাকা পরিদর্শনে যান। জানা গেছে, আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্গিল পাড়া এবং আদিবাসী পাড়ায় নদীর ভাঙন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে মাটির একটি বাঁধও ভেঙে গেছে, যার ফলে নদীর জল এখন লোকালয়ের অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। প্রায় ১০০ টি ঘরবাড়ির ওপর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে এবং মানুষ নিজের ভিটেমাটি হারানোর ভয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। স্থানীয় কৃষকদের বক্তব্য অনুযায়ী, শসা, করলা এবং বেগুন চাষের জন্য প্রতি বিঘায় প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়। এই অবস্থায় হঠাৎ জমি ও ফসল নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ায় ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। সম্প্রতি এলাকা পরিদর্শনে এসে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা রঞ্জিত মুন্ডা বলেন, তিনি এই বিষয়টি স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদের কাছে তুলে ধরে ক্ষতিপূরণ এবং ভাঙন রোধার জন্য স্থায়ী সমাধানের দাবি জানাবেন। অন্যদিকে, পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুপর্ণা বর্মন জানিয়েছেন যে বিষয়টি প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জানানো হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত শক্তিশালী বাঁধ বা বোল্ডার বসিয়ে ভাঙন আটকানো হোক, তা না হলে আগামী দিনে পুরো গ্রামটিই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

চলন্ত ট্রেনে স্ত্রীকে ছুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২১ জুলাই ঃ চলন্ত ট্রেনে স্ত্রীকে ছুরি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার বর্ধমান স্টেশনে ঢোকার মুখে ডাউন হাওড়া-কাঠগোদাম বাঘ এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় এই ঘটনা ঘটে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, জলপাইগুড়ির বীরপাড়া থেকে ওই দুই যাত্রী আসছিলেন। ট্রেনের মধ্যে দু'জনের মধ্যে অশান্তি হয়। বর্ধমানে ট্রেন ঢোকার মুখে পুরুষ যাত্রীটি মহিলার পেটে ছুরি মারেন। কেন এই ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে রেল পুলিশ। উভয়ে সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী বলে জানা গিয়েছে। চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই স্ত্রীকে ছুরি মারার অভিযোগে পুলিশ ওই পুরুষ যাত্রীকে আটক করেছে। আহত মহিলাকে বর্ধমান মেডিক্যালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পাঁচ বছর পর কর্ণাটকের আশ্রম থেকে উদ্ধার নিখোঁজ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২১ জুলাই ঃ পাঁচ বছর আগে কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন ঝাড়গ্রাম শহরের চাঁদাবিলা এলাকার বাসিন্দা বছর চৌত্রিশের বিনয়কৃষ্ণ মুদি। দীর্ঘ অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে কর্নাটকের উদুপি জেলার কার্কালের একটি আশ্রম থেকে তাঁকে উদ্ধার করল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে ঝাড়গ্রামের মুখ্য বিচারবিভাগীয় বিচারকের আদালতে পেশ করা হয়। আদালতের নির্দেশে পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন বিনয়কৃষ্ণ। পরে একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন করে তিনি কেরলের তিরুবনন্তপুরমে থাকার কথা জানিয়েছিলেন। এর পর আর যোগাযোগ করা যায়নি। ২৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাবা প্রাণকৃষ্ণ মুদি ঝাড়গ্রাম থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। সম্প্রতি একটি মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে কর্নাটকের উদুপি জেলার কার্কালের 'সুরক্ষা আশ্রম'-এ তাঁর অবস্থানের খবর মেলে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঝাড়গ্রাম থানার এএসআই বিমলকুমার মাঝি ও কনস্টেবল লালচাঁদ বেহেরা কর্নাটকে যান। কার্কাল টাউন থানার সহযোগিতায় গত ১৮ জুলাই আশ্রমে পৌঁছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিনয়কৃষ্ণকে উদ্ধার করা হয়। পরে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁকে ঝাড়গ্রামে নিয়ে আসা হয়। পরিবারের দাবি, তাঁকে ফিরিয়ে আনতে প্রথমে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক মাহাত পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। এরপরই উদ্ধার অভিযানে নামে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ।

পূর্ব বর্ধমানে আইনশৃঙ্খলা পর্যালোচনা, ট্রাফিক গার্ডের জন্য ১২টি নতুন বাইকের উদ্বোধন করলেন এডিজি আনন্দ কুমার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি 'অরণ্য সপ্তাহ' উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিলেন পশ্চিমাঞ্চল রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল

(এডিজি) আনন্দ কুমার (আইপিএস)। মঙ্গলবার বর্ধমানে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে একাধিক প্রশাসনিক কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি। এদিন পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ট্রাফিক গার্ডের জন্য ১২ টি নতুন মোটরবাইকের উদ্বোধন করেন এডিজি। জেলা পুলিশের দাবি, দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছানো, যান নিয়ন্ত্রণ, টহলদারি এবং নিয়মিত নজরদারির কাজে এই মোটরবাইকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আধুনিক যানবাহন যুক্ত হওয়ায় ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আরও গতিশীল হবে বলেও আশা প্রকাশ করা হয়েছে। 'অরণ্য সপ্তাহ' উপলক্ষে পুলিশ সুপারের কার্যালয় চত্বরে একটি গাছের চারারোপণ করেন আনন্দ কুমার। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের বার্তা দিতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান রেঞ্জের ডিআইজি শ্রীহরি পান্ডে, বাঁকুড়া রেঞ্জের ডিআইজি অভিষেক মোদী, হুগলির পুলিশ সুপার কোনার ভূষণ সিং, পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপার এম. এস. পুষ্পা-সহ জেলার একাধিক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক। এরপর এডিজি আনন্দ কুমার বর্ধমান থানা পরিদর্শন করেন। থানার প্রশাসনিক পরিকাঠামো, দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং জেলার সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা আরও মজবুত করা, দ্রুত পুলিশি পরিষেবা নিশ্চিত করা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ দেন এডিজি। জেলা পুলিশ প্রশাসনের মতে, এই সফর ও পর্যালোচনা বৈঠক আগামী দিনে জেলার পুলিশি পরিষেবা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে আরও গতি আনবে।

মৃতদেহের সঙ্গে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ঢোকার চেষ্টা যুবকের

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২১ জুলাই ঃ মৃতদেহ দাহ করতে এসে বৈদ্যুতিক চুল্লির ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলেন মৃতার নাতি। নবদ্বীপ মহাশ্মশানে মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শ্মশানকর্মী ও উপস্থিত শ্মশানযাত্রীদের তৎপরতায় যুবককে চুল্লির ভিতর থেকে দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আংশিক অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গেদে সীমান্ত এলাকা থেকে এক মহিলার মৃতদেহ দাহের জন্য সোমবার রাতে নবদ্বীপ মহাশ্মশানে আনা হয়। নিয়ম অনুযায়ী মৃতদেহটি ট্রলিতে করে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে প্রবেশ করানো হচ্ছিল। সেই সময় আচমকাই মৃতার নাতি, আনুমানিক ২৬ বছর বয়সী ইন্দ্রজিত বিশ্বাস, ট্রলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃতদেহের সঙ্গে চুল্লির ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। ট্রলিটি তখন ইতিমধ্যেই খোলা চুল্লির ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। ঘটনায় উপস্থিত শ্মশানকর্মী ও অন্যান্য শ্মশানযাত্রীরা দ্রুত ছুটে এসে যুবককে টেনে বাইরে বের করে আনেন। তবে ততক্ষণে তাঁর চোখ, মুখ-সহ শরীরের কয়েকটি অংশ অগ্নিদগ্ধ হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তিনি বর্তমানে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। ঘটনার কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, ঘটনার সময় যুবকটি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। অন্যদিকে পরিবারের দাবি, তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ থাকায় এমন আচরণ করেছেন। তবে ঠিক কী কারণে তিনি মৃতদেহের সঙ্গে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার জেরে নবদ্বীপ মহাশ্মশানে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মদন মিত্রকে আইনি নোটিশ পাঠালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ কয়েক দিন আগেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দিয়েছেন মদন মিত্র। এবার তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক মদন মিত্রকে আইনি নোটিশ পাঠালেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মদন মিত্র অভিষেকের বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা, দায়িত্বজ্ঞানহীন, বিদ্বেষপূর্ণ এবং অত্যন্ত মানহানিকর মন্তব্য করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে আইনি নোটিশে। এছাড়াও অভিষেককে 'অপরাধী' ও 'খুনি' হিসেবে অভিহিত করার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন মদন মিত্র, এমনটাও উল্লেখ রয়েছে আইনি নোটিশে। আইনি নোটিশে অভিষেকের পক্ষ থেকে জানানো হয় সবচেয়ে বড় কথা হল, আপনার করা প্রতিটি মানহানিকর মন্তব্য যে সর্বৈব মিথ্যা, তা আপনি নিজেও ভালোভাবেই জানেন। মদন মিত্রর প্রতিটি অভিযোগই যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ এবং কোনও বাস্তব ভিত্তিহীন-তা প্রমাণসাপেক্ষ।

আরামবাগে আশা কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ২১ জুলাই ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মের পুনঃ মূল্যায়নের কাজ থেকে অব্যাহতি- সহ একাধিক দাবিতে মঙ্গলবার আরামবাগে এসডিও ও বিডিও অফিসে ডেপুটেশন জমা দিল ওয়েস্টবেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এন্ড হেল্পাসার ইউনিয়ন। জানা গেছে, মঙ্গলবার আরামবাগ সিডিপিও অফিস থেকে পদযাত্রা করে এসডিও ও বিডিও দফতরে পৌঁছান অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মের পুনঃভেরিফিকেশনের সময় কোনও সরকারি আধিকারিক উপস্থিত থাকেন না।

মুর্শিদাবাদে বিজেপি নেতা খুনে ধৃত ৪ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২১ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদের নওদা থানা এলাকায় বিজেপি নেতা খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে মঙ্গলবার তাদের বহরমপুর আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত ব্যক্তিদের নাম জোৎস্না হালদার, অমৃত হালদার, অনন্ত হালদার এবং প্রিয়াঙ্কা হালদার। ধৃত চারজনই একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গেছে। পুলিশ চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিএনএস-এর একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে। প্রসঙ্গত, প্রায় ১২ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে নিখোঁজ রাখার পর সোমবার নওদা থানা এলাকার জলঙ্গী নদী থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার হয় বিজেপি কর্মী গোপীনাথ হালদারের মৃতদেহ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, রবিবার বিকেল চারটে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন গোপীনাথ হালদার। তারপর থেকে তাঁর আর খোঁজ মিলছিল না। রবিবার রাতে গোপীনাথবাবুর পরিবারের তরফ থেকে নওদা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছিল। প্রাথমিক কিছু সূত্রের ভিত্তিতে সোমবার সকাল থেকে নওদার গোঘাটা-হালদারপাড়া গ্রামে জলঙ্গী নদীর পাড় বরাবর তল্লাশি শুরু করে স্থানীয় লোকজন এবং নওদা থানার পুলিশ। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল গোপীনাথবাবুর মৃতদেহ। এলাকার বিজেপি কার্যকর্তা গোপীনাথবাবুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনার পর নওদায় পৌঁছে যান বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন। এলাকায় দাঁড়িয়ে তিনি খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শাস্তির দাবি করেছিলেন। তবে এই খুনের ঘটনাটিকে তিনি রাজনৈতিক রং লাগাননি। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, তদন্ত শুরু করার পরই তাঁরা গোপীনাথবাবুর একটি অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পারেন। এক তদন্তকারী আধিকারিক জানান, গোপীনাথবাবুর সঙ্গে তাঁরই প্রতিবেশী জোৎস্না হালদারের একটি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি গোপীনাথবাবুর সঙ্গে জোৎস্নাদেবীকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন তার পরিবারের এক সদস্য। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর থেকে জোৎস্নাদেবীর বাড়িতে অশান্তি শুরু হয়ে যায়। সূত্রের খবর, এরপরই গোপীনাথবাবুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন জোৎস্নাদেবী এবং তার দুই ছেলে এবং এক ছেলের বউ। সেই পরিকল্পনা অংশ হিসেবে রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ একটি জায়গায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল গোপীনাথবাবুকে। এরপর জোৎস্না হালদার, তার দুই ছেলে এবং এক ছেলের বউ গোপীনাথবাবুকে জোর করে চেপে ধরে তাঁর হাত পা দড়ি দিয়ে বাঁধেন। এরপর ওই বিজেপি কার্যকর্তার অন্ডকোষে চাপ দিয়ে খুন করা হয় বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে। রাত বাড়লে অভিযুক্ত চার ব্যক্তি গোপীনাথবাবুর দেহ জলঙ্গী নদীতে ফেলে দেয়।

নয়াগ্রামে 'স্বদেশী আদর্শ গ্রাম' গড়ার উদ্যোগ, ঐতিহ্য ও স্বনির্ভরতার মেলবন্ধনের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২১ জুলাই ঃ ভারতীয় ঐতিহ্য, লোকজ জ্ঞান, পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন এবং স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিকে সামনে রেখে ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রামে 'স্বদেশী আদর্শ গ্রাম' গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নয়াগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কুর উদ্যোগে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি গ্রামকে বেছে নিয়ে পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে। মন্ত্রী অমিয় কিস্কু জানান, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, কৃষি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আয়ুর্বেদের মতো চিরাচরিত ধারাকে আধুনিক গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করা। তাঁর কথায়, ' আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এখনও বহু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জীবন্ত রয়েছে। সেই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করেই স্বনির্ভর ও টেকসই গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।'' পরিকল্পনা অনুযায়ী, নির্বাচিত গ্রামগুলিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকেন্দ্র, গ্রামীণ পাঠাগার, হস্তশিল্প ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট, গোপালন ও চারণভূমি, ভেষজ উদ্যান, আয়ুর্বেদিক সেবা কেন্দ্র, ক্রীড়া ও শরীরচর্চা কেন্দ্র-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। স্থানীয় মানুষকে এই প্রকল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। প্রকল্পটির রূপরেখা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. প্রণব সাহুকে। মন্ত্রীর আমন্ত্রণে তিনি ইতিমধ্যেই নয়াগ্রামের কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করেছেন এবং প্রকল্পের প্রাথমিক খসড়া জমা দিয়েছেন। ড. সাহুর দাবি, ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘ ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা শিক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতির নানা দিককে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। তাঁর বক্তব্য, দুই বা তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এর মধ্যে থাকবে জ্ঞানচর্চার জন্য 'আর্যভট্ট আলোক কেন্দ্র', কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য 'চাণক্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র', গোপালন কেন্দ্র, 'পঞ্চবটি আয়ুর্বেদিক সেবা কেন্দ্র, জৈব কৃষি ও খাদ্য উপাদন কেন্দ্র, 'নালন্দা' পাঠাগার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্রীড়াক্ষেত্র, পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, ভেষজ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র-সহ প্রায় কুড়িটি উদ্যোগ। প্রকল্প সমন্বয়ক ও সমীক্ষক হিসেবে কাজ করছেন নয়াগ্রামের খড়িকামাথানির সমাজকর্মী সঞ্জয় বারিক। উদ্যোক্তাদের দাবি, স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করা এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

বাঁকুড়ায় তৃণমূল কর্মী খুন, জমি বিবাদ না রাজনৈতিক কারণ-খতিয়ে দেখছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২১ জুলাই ঃ বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার মুক্তাপুর গ্রামে স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জমি বিবাদের জেরেই এই খুন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হলেও, পরিবারের তরফে রাজনৈতিক যোগের অভিযোগ তোলা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে বিজেপির যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই খুনের পিছনে রাজনৈতিক কারণ নাও থাকতে পারে। মঙ্গলবার পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে কার্তিক ঘোষ নামে ওই তৃণমূল কর্মীকে রড ও লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে রাতেই বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, বাড়ির কাছে একটি খামারে স্থানীয় কয়েকজন শাবল ও লোহার রড নিয়ে কার্তিক ঘোষের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছাতেই তাঁর উপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। হামলায় তাঁর হাত-পা ভেঙে যায় বলে পরিবারের দাবি। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। পরিবারের দাবি, হামলাকারীরা স্থানীয় বিজেপি সমর্থক। খুনিদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে, বিজেপির দাবি, ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। বিজেপির বক্তব্য, প্রায় এক বছর আগে গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে কার্তিক ঘোষের জমি নিয়ে বিবাদ শুরু হয়েছিল। ওই বিবাদ নিয়ে একাধিকবার পাত্রসায়ের থানায় মীমাংসাও হয়। কিন্তু তারপরেও সমস্যা মেটেনি। জমি সংক্রান্ত সেই বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছে বিজেপি। উল্লেখ্য, মুক্তাপুর গ্রামের বাসিন্দা কার্তিক ঘোষ একসময় এলাকার সক্রিয় তৃণমূল কর্মী ছিলেন। তবে বয়সজনিত কারণে গত দু'বছর ধরে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন না। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। ঘটনার সঙ্গে যে বা যারাই যুক্ত থাকুক না কেন, তাদের কঠোর শাস্তি হবে। পুলিশ তদন্ত করছে। আইন আইনের পথে চলবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জমি বিবাদ নাকি রাজনৈতিক শত্রুতা-খুনের প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কামারপুকুরে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ২১ জুলাই ঃ হুগলির কামারপুকুরে আদালতের নির্দেশে মঙ্গলবার প্রশাসনের উপস্থিতিতে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে ফেলা হল একটি অবৈধ নির্মাণ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কামারপুকুর সিনেমাতলা এলাকার বাসিন্দা সহদেব ঘোষ অভিযোগ করেন, গুরুপদ মাইতি নামে এক ব্যক্তি তাঁর জমির সামনে সরকারি জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণ করে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিজের জমিতে যাতায়াত করতে পারছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালতের পক্ষ থেকে একাধিকবার নোটিশ পাঠানো হলেও গুরুপদ মাইতি তা উপেক্ষা করেন। এরপর আদালতের নির্

‘আমাদের হাসি ওদের সহ্য হয় না!’

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ২১ জুলাইঃ চার বছর আগে কাতারে জেতা ট্রফি এবার আর ধরে রাখা গেল না। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ ব্যবধানে হার। আর এই হৃদয়বিদারক পরাজয়ের পরদিন নীরবতা ভাঙলেন রদ্রিগো দি পল। আর্জেন্তিনার এই মিডফিল্ডার ইনস্টাগ্রামে এক লম্বা পোস্টে নিজের মনের কথা উজাড় করে দিয়েছেন। ফাইনালে ৭০ মিনিট খেলার পর ইন্টার মায়ামির এই তারকার বদলি হিসেবে মাঠে নামেন আতলেতিকো মাদ্রিদের জিউলিয়ানো সিমিওনে। তাতেও ট্রফি হাতছাড়া আটকানো যায়নি। খেলা শেষে কষ্ট গোপন না করে সমর্থকদের প্রতি দি পলের বার্তা, ‘সবচেয়ে বড় কষ্ট হল দেশের জন্য বিশ্বকাপটা নিয়ে যেতে না পারা। কারণ কারও যদি এই অনুভূতিটা আবার পাওয়ার যোগ্যতা থাকে, তবে সেটা আপনাদেরই। কিন্তু সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারছি, এই দলের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক শুধু একটা ট্রফির চেয়ে অনেক বেশি। এই কঠিন সময়ে আমি সেটাই আঁকড়ে ধরতে চাই।’ গোটা টুর্নামেন্টজুড়ে আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে ফিফার পক্ষপাতিত্বের বারবার অভিযোগ উঠেছে। গুঞ্জন, রেফারিরা নাকি বারবার মেসিদের সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছেন। প্রতিটি ম্যাচেই বিতর্ক উসকে দেওয়া হয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, মত দি পলের। স্পেনের বিরুদ্ধে পরাজয়ের পর সমালোচকদের রীতিমতো ধুয়ে

দিয়েছেন তিনি। মেসির এই সতীর্থের মতে, অনেকে আর্জেন্তিনার হার দেখতে চেয়েছিলেন। ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি লেখেন, ‘আজ আমি দেখছি, কত মানুষ আমাদের এই পরাজয়ের প্রতীক্ষায় ছিলেন। গোটা বিশ্বকাপ ধরে তাঁরা ভিত্তিহীন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছড়িয়ে গিয়েছেন। আসলে সমস্ত আর্জেন্তিনীয় যে আনন্দের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা অনুভব করতে না পারার কষ্ট কমাতেই তাঁরা এসব করেছেন। আমাদের মুখের হাসি ওদের বড্ড বিরক্ত করে। আমরা যেমন, সেটাই ওদের সহ্য হয় না।’ এই তীব্র আক্রমণ বুঝিয়ে দিচ্ছে, মাঠের বাইরের সমালোচনা কতটা বিঁধেছে আর্জেন্তাইন শিবিরকে। সমালোচকদের কটাক্ষের পাশাপাশি দলের অটুট ঐক্যের কথাও বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন দি পল। তাঁর মতে, বাইরের এই অনবরত আক্রমণ ও তির্যক মন্তব্য দলকে আরও বেশি একজোট করেছে। দেশের জার্সির প্রতি তাঁদের ভালোবাসা যে কোনও বাধাকেই অতিক্রম করতে পারে, সে বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি। ফাইনালে পরাজয়ের ক্ষত যে সহজে শুকোবে না, তা মেনে নিয়েও আর্জেন্তিনীয় হিসেবে নিজের অহংকার প্রকাশ করেছেন তারকা মিডফিল্ডার। ট্রফি না জেতার আক্ষেপ থাকলেও, জাতীয় দলের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতায় কোনও খাদ নেই। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, ‘এই হারের যন্ত্রণা অনেক দিন ধরে কষ্ট দেবে ঠিকই। কিন্তু আজ আমি আর্জেন্তিনীয় হিসেবে আগের চেয়ে অনেক বেশি গর্বিত।’ মেগা ফাইনালে মাঠে নামার পর অবশ্য ফিফার আনুকূল্য পাওয়ার সমস্ত অভিযোগ কার্যত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কারণ, ১২০ মিনিটের এই লড়াইয়ে স্পেনের বিরুদ্ধে একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি আর্জেন্তিনা। উল্টে স্টপেজ টাইমে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় এনজো ফার্নান্দেজকে। দশ জনে নেমে যেতেই আরও ব্যাকফুটে চলে যায় গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। স্কালোনির যাবতীয় কৌশল সেদিন স্প্যানিশ আর্মাডার সামনে খেই হারিয়ে ফেলে। শেষমেশ ১০৬ মিনিটে ফেরান তোরেসের করা একমাত্র গোলে স্পেনের কাছে নীল-সাদা ব্রিগেডের আত্মসমর্পণ। ট্রফি হাতছাড়া হলেও, সমালোচকদের ভিত্তিহীন অভিযোগের বিরুদ্ধে দি পলের এই আক্রমণাত্মক জবাব ফুটবল মহলে নতুন করে আলোড়ন ফেলেছে। মাঠের খেলায় হারলেও, কথার লড়াইয়ে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে রাজি নন তিনি।

‘আশা করি ছেলেরা কথা রাখবে!’

কুকুরেয়ার ট্যাটু-প্রতিশ্রুতি নিয়ে খুনসুটি ফুয়েন্তের

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২১ জুলাইঃ বিশ্বকাপ জেতার জন্য ফুটবলাররা কত কিছুই না মানত করেন। কেউ চুল কাটেন, কেউ আবার হাঁটেন মাইলের পর মাইল। কিন্তু স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মার্ক কুকুরেয়া বেছে নেন একটু ভিন্ন পথ। তিনি সরাসরি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেন, দল চ্যাম্পিয়ন হলে নিজের গায়ে খোদ কোচের মুখের ট্যাটু করাবেন! রবিবার নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্তিনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন স্পেন। অতিরিক্ত সময়ে ফেরান তোরেসের করা একমাত্র গোলে বাজিমাত। আর এই মেগা দ্বৈরথ জেতার পর স্বভাবতই কুকুরেয়ার ট্যাটু-প্রতিশ্রুতি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। ফাইনালের আগে

স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের মন্তব্য ছিল, ‘‘বিশ্বকাপ জিতলে আমি একটা ট্যাটু করানোর কথা ভাবছি। আমাদের জন্য কোচ যা করেছেন, তার প্রতি সম্মান জানাতে লুইস দে লা ফুয়েন্তের মুখ আঁকাব। এটা সত্যিই এক দারুণ ব্যাপার হবে।’’ এবার সেই ‘প্রমিস’ নিয়ে মুখ খুললেন খোদ স্প্যানিশ হেডস্যার। ট্রফি নিশ্চিত হওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠকে এই ট্যাটু-প্রসঙ্গ ওঠামাত্র হেসে ফেলেন স্পেনের কোচ। জানান, কুকুরেয়ার এই ‘মানত’ তাঁর বেশ মজাদার লেগেছে। ফুটবলাররা যে নিজেদের কথা রাখবেন, সে বিষয়েও তিনি নিশ্চিত। রসিকতার ছলে ফুয়েন্তের সংযোজন, প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলের ডিফেন্ডার আসলে একটা বড় ভুল করে ফেলেছেন। যদিও নিজের শরীরে ট্যাটু করানোর কোনও পরিকল্পনা তাঁর নেই। হাসিমুখে স্পেনের কোচের জবাব, ‘‘ট্যাটু করার জন্য আমার বয়সটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছে। তবে আমার দলের ছেলেরা এক কথার মানুষ। আমি নিশ্চিত, ওরা নিজেদের দেওয়া কথা ঠিক রাখবে।’’ কোচের এই মন্তব্য নিমেষে ফুটবল মহলে ভাইরাল! শুধু ট্যাটু নিয়ে খুনসুটি নয়, এদিন দলের খেলোয়াড়দের প্রশংসাতেও পঞ্চমুখ স্পেনের হেডস্যার। মেগা ফাইনালের মতো হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে দলের স্নায়ুর চাপ ধরে রাখার ক্ষমতার আলাদা করে উল্লেখ করেন তিনি। ফুয়েন্তের কথায়, ‘‘ফুটবলারদের এই প্রজন্মকে নিয়ে আমি সত্যি খুব গর্বিত। ওরা একটা নির্দিষ্ট দর্শন নিয়ে বড় হয়েছে, সেই দর্শনের প্রতি সৎ থেকেছে এবং সেটাকে আরও উন্নত করেছে। একটা দল এবং পরিবার হিসেবে ওরা দুর্দান্ত উদাহরণ তৈরি করেছে। প্রত্যেকেই বিশ্বমানের খেলোয়াড়, যাঁদের প্রতিভা প্রশ্নাতীত।’’ আবেগপ্রবণ কোচ আরও যোগ করেন, ‘‘আমি কাঁদতে চাই না, কারণ সেটা দেখতে ভাল লাগবে না। কিন্তু অতীত ফিরে দেখলে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। আমরা সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি। আমার ছেলেরা স্প্যানিশ খেলাধুলা ও সমাজের জন্য এক আদর্শ মডেল। একসঙ্গে থাকলে আমরা যে আরও শক্তিশালী হই, তা নিয়ে কারও সন্দেহ নেই।’’ ফাইনালে প্রতিপক্ষ আর্জেন্তিনা যে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, সে কথাও অকপটে স্বীকার করেছেন স্প্যানিশ কোচ। অতিরিক্ত সময়ে গোল এলেও, ম্যাচ আরও আগেই জেতা উচিত ছিল বলে মনে করেন তিনি। প্রথমার্ধ থেকে বলের দখলে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল স্পেনের। দ্বিতীয়ার্ধের স্টপেজ টাইমে এনজো ফার্নান্দেজ লাল কার্ড দেখায় আর্জেন্তিনা ১০ জনের দলে নেমে আসে। তারপরেও জয় ছিনিয়ে আনতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে ইউরোপের চ্যাম্পিয়নদের। দে লা ফুয়েন্তের কথায়, ‘‘খেলাটা অনেক আগেই ফয়সালা হয়ে যেতে পারত। কিন্তু এটা বিশ্বকাপের ফাইনাল। বিপক্ষ দলে ১০ জন থাকলেও আপনাকে কষ্ট করতে হবে। তবে আমরা এই কষ্ট করতে ভালোবাসি। প্রমাণ করেছি, যে কোনও পরিস্থিতির জন্য আমরা প্রস্তুত।’’ আর এই প্রস্তুতির শেষেই তো বিশ্বজয়ের আনন্দে ট্যাটু করার উৎসবে মেতেছে গোটা স্পেন!

‘ক্ষত শুকোতে সময় লাগবে!’

বিশ্বকাপ ফাইনালে পরাজয়ের পর নীরবতা ভাঙলেন মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

রবিবার নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বজয়ের উল্লাসে মাতোয়ারা স্পেন। আর একপেশে ফাইনালে পরাজয়ের পর চরম হতাশায় ডুবে আর্জেন্তিনা। সোমবার কিছু বলেননি। অবশেষে মঙ্গলবার নীরবতা ভাঙলেন আর্জেন্তিনীয় অধিনায়ক লিওনেল মেসি। ট্রফি হাতছাড়া হওয়ার কষ্ট কতটা গভীর, তা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের প্রতিটি বাক্যে স্পষ্ট। এবারের বিশ্বকাপের ফাইনালের ১০৬ মিনিটে ফেরান তোরেসের করা একমাত্র গোলে চ্যাম্পিয়ন স্পেন। স্বপ্নভঙ্গ নীল-সাদা শিবিরের। ফাইনাল হারের একদিন বাদে সোশ্যাল মিডিয়ায় মনের কথা মেলে ধরেছেন মেসি। চার বছর আগে কাতারে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্তিনা। এবারও খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে অবিচল ছিল তারা। গোটা টুর্নামেন্টজুড়েই ধারাবাহিক ফুটবল উপহার দেয় লা আলবিসেলেস্তে। নক-আউট পর্বে দলের পারফরম্যান্স নজরকাড়া। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মিশরের বিরুদ্ধে একসময় দুই গোলে পিছিয়ে ছিল দল। খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় তারা। সেমিফাইনালেও একই ছবি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লাউতারো মার্তিনেজের শেষ মুহূর্তে গোলে

ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত। এই প্রতিটি ম্যাচেই সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন অধিনায়ক। মেসির অভিজ্ঞতায় ভর করে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার কৃতিত্ব অর্জন করে লিওনেল স্কালোনির দল। যদিও ফাইনালে শেষরক্ষা হয়নি। আর্জেন্তিনার জয়রথ থামিয়ে দেয় স্পেন। লুইস দে লা ফুয়েন্তের প্রশিক্ষণে এবারের স্প্যানিশ টিম যথেষ্ট গোছানো। নির্দিষ্ট গেমপ্ল্যান আর দলগত সংহতির জোরেই গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের টেক্কা দেয় তারা। গোটা ম্যাচে বলের দখল থেকে পাসিং-সব বিভাগেই আধিপত্য বজায় রাখে লা রোহা। অতিরিক্ত সময়ে আসে তোরেসের গোলে। তাতেই বাজিমাত। এই জয়ের সুবাদে ইউরোপীয় দল হিসেবে টানা ৩৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়েছে স্পেন। ট্রেডমার্ক তিকিতাকা ফুটবলের সামনে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত আর্জেন্তিনার ফিজিক্যাল ফুটবল। পরাজয়ের পর থেকে জনসমক্ষে নীরব ছিলেন মেসি। অবশেষে সমর্থকদের উদ্দেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দেন তিনি। দলের লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে লেখেন, ‘যন্ত্রণা অসীম। এই ক্ষত শুকোতে সময় লাগবে। তবু ভাল মুহূর্তগুলো আঁকড়ে থাকতে চাই। যে ম্যাচগুলো আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতেছি, নিজেদের সবটা উজাড় করে দিয়েছি, সেগুলো চিরকাল আমাদের স্মৃতিতে থাকবে। গোটা দেশের সমর্থন আর দলের কঠোর পরিশ্রম ও আত্মনিবেদনই আমাদের আবারও বিশ্বসেরাদের সারিতে পৌঁছে দিয়েছে। আজ হয়তো পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছি না, কী অর্জন করেছি। কিন্তু এই দল টানা দু’টি বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে। প্রতিটি শুভেচ্ছা আর প্রতিটি বার্তার জন্য হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ। আবারও আমরা পুরো দেশকে একসূত্রে বাঁধতে পেরেছি। সবাই মিলে আর্জেন্তিনার মানুষ হওয়ার গর্ব ভাগ করে নিয়েছি। বিশ্বকাপ জয়ের জন্য স্পেনকে অভিনন্দন।’ বক্তব্যে নেই কোনও অভিযোগ। বরং, রয়েছে বাস্তবকে মেনে নেওয়ার পরিপক্কতা আর আগামী দিনে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়। বিশ্বফুটবলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়কেও যে হারের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে হয়, মেসির এই বার্তাই তার জ্যান্ত প্রমাণ।

বৈভবদের ধ্বংস করার খেলায় নেমেছে গম্ভীর! তোপ শ্রীকান্তের

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ২১ জুলাইঃ একের পর এক প্রতিভাবান ক্রিকেটারের কেরিয়ার শেষ করে দিচ্ছেন গৌতম গম্ভীর! বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন প্রাক্তন নির্বাচক প্রধান কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। গম্ভীরের কোচিংয়ে শেষ তিনটে সিরিজই হেরেছে ভারত। সঙ্গে দল নির্বাচন নিয়ে তুমুল বিতর্ক। এহেন পরিস্থিতিতে শ্রীকান্তর তোপ, বৈভব সূর্যবংশী-সঞ্জু স্যামসনের পর এবার কে এল রাহুলের ক্রিকেটজীবন শেষ করার খেলায় মেতেছেন গম্ভীর। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শ্রীকান্ত বলেন, ‘‘ভারত যখন বিরাট রান তাড়া করছে, তখন রাহুলকে ৬ নম্বরে কেন নামানো হল? রাহুল তো অনেক ম্যাচ তাড়া করে জিতিয়েছে। আসলে গম্ভীর এখন রাহুলের কেরিয়ারটা শেষ করতে চাইছে ঠিক যেভাবে বৈভব এবং সঞ্জুর কেরিয়ার নিয়ে ছেলেখেলা করেছে। ২০২৩ বিশ্বকাপে রাহুল খেলত চার নম্বরে, বিরাট কোহলির সঙ্গে জুটি গড়ে বেশ কয়েকটা ম্যাচ খেলেছে। লর্ডসেও সেই কাজটা করতে পারত রাহুল।’’ কর্নাটকি ব্যাটারকে নিয়ে শ্রীকান্তর মত, ‘‘রাহুল বড় শট খেলতে পারে সহজেই। কিন্তু তাকে নামানো হল এমন সময়ে, যখন ম্যাচ প্রায় শেষ। আস্কিং রেট ১৫ ছুঁইছুঁই, তখন আপনি কী আশা করেন? অক্ষর প্যাটেলকে সঙ্গী করে রাহুল ম্যাচ জেতাবে?’’ আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয় টিম ইন্ডিয়া। দলের ব্যর্থতার পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছিল বৈভবের প্রতি গম্ভীরের ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিস্ময় প্রতিভাকে খেলানো হয়নি। ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে তার অভিষেক হয়। কিন্তু তিনটে ম্যাচ খেলিয়েই বৈভবকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বেঞ্চে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বৈভবকে কি আরও সুযোগ দেওয়া যেত না? আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রথমেই কেন ইংল্যান্ডের মতো কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নামানো হল তাকে? টানা দুই সিরিজ হারের পর ওয়ানডেতে খেলতে নেমেছিল ভারত। সেখানেও টানা তিন ম্যাচ খেলানো হয়নি রাহুলকে। দ্বিতীয় ম্যাচে বসিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। তৃতীয় ম্যাচে ভারত যখন ৩৮৭ রান তাড়া করছে, পরপর উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে, সেই কঠিন সময়ে নামানো হল রাহুলকে। ব্যাট চালানো ছাড়া উপায় ছিল না তাঁর। ৮ বলে ১২ রান করে আউট হয়ে যান। তাঁকে আগে নামালে ভারত হয়তো জিততে পারত, মত ৮৩’র বিশ্বজয়ীর।

কলকাতা লিগের সূচি নিয়ে ক্ষুব্ধ কোচ ব্যারেটো, বাতিল ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ একটা সময়ে মোহনবাগানের জার্সিতে খেলেছেন দাপটের সঙ্গে। আপাতত তিনি কোচের চেয়ারে। কলকাতা লিগে তাঁকে দেখা যাচ্ছে জর্জ টেলিগ্রাফের কোচ হিসাবে। কিন্তু সেই হোসে রামিরেজ ব্যারেটো ক্ষোভ উগরে দিলেন টুর্নামেন্টের সূচি নিয়ে। জানালেন, মাত্র ৯ দিনের ব্যবধানে চারটে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে তাঁর দলকে। দিনকয়েক আগেই সিএফএল নিয়ে মুখ খুলেছিলেন সবুজ তোতা। ফেসবুকে লিখেছিলেন, ‘কলকাতা লিগের নিয়ম নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই হৃদয় থেকে। একে তো নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে শুরু হল লিগ। কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে লিগ শেষ করার তাড়া পড়েছে। পরের ম্যাচ কবে খেলতে হবে, জানি না। ফলে প্রস্তুতি, ফুটবলারদের রিকভারি-কোনও কিছুরই ঠিক নেই। আবার বড় দলগুলি নিজেদের সব ম্যাচ খেলছে ঘরের মাঠে। সবমিলিয়ে প্রশ্ন উঠছে, এইভাবে চলতে থাকা কলকাতা লিগকে কি আদৌ পেশাদার লিগ বলা যায়? ছোট দলগুলির মুখ খোলা উচিত এই নিয়ে।’ মঙ্গলবার অবশ্য বেশি কিছু বলেননি ব্যারেটো। ফেসবুকে নিজের একটি ক্লান্ত ছবি পোস্ট করেছেন।

সঙ্গে ক্যাপশন, ‘চার দিনে ৯টা ম্যাচ।’ সঙ্গে ক্লান্তির ইমোজি। অন্যদিকে, মঙ্গলবার কলকাতা লিগে বেহালা এসএসের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ ছিল। কিন্তু একদিনের নোটিসে সেই ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। ধর্মতলা চত্বরে ‘২১শে জুলাই’-এর একাধিক সভা থাকায় এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে আইএফএ। এই ম্যাচের কথা মাথায় রেখে ফরোয়ার্ড ডেভিড লালহানসাঙ্গাকে লিগের জন্য রেজিস্টার করিয়েছিল লাল-হলুদ। অন্যদিকে, সোমবার প্রবল বৃষ্টিতে মাঠ খারাপ থাকায় ঘরোয়া লিগে মহামেডান বনাম পুলিশ এসি ম্যাচ বাতিল হয়ে যায়। গতবারের ব্যর্থতার রেশ কাটিয়ে এবারের ঘরোয়া লিগে এখনও পর্যন্ত দুটি ম্যাচ খেলে দুটিতেই জিতেছে মহামেডান। কিন্তু খারাপ মাঠের জন্য সাদাকালো ব্রিগেডের ম্যাচ বাতিল হয়।

প্রয়াত দু’বারের ব্যালন ডি’অর জয়ী কিংবদন্তি ফুটবলার

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২১ জুলাইঃ বিশ্বকাপ শেষ হতেই দুঃসংবাদ। প্রয়াত ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ফুটবলার কেভিন কিগান। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৫। দু’বার ব্যালন ডি’অর ফুটবলার চলতি বছরের শুরু থেকে ক্যানসারে ভুগছিলেন। অসাধারণ ড্রিবলিং, ফিনিশিং ও হেডিং দক্ষতার জন্য বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা প্লেয়ার হিসেবে ধরা হত তাঁকে। লিভারপুল ও নিউক্যাসলের হয়ে বহু ম্যাচ খেলার পাশাপাশি দীর্ঘদিন সাফল্যের সঙ্গে কোচিংও করিয়েছেন। স্কানথর্পে কেরিয়ার শুরু করা কিগানের খেলোয়াড়ি জীবনের সবচেয়ে সফল সময় কেটেছে লিভারপুলে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে তিনি ২৩০ ম্যাচে ৬৮ গোল করেন এবং তিনবার লিগ শিরোপা জেতেন। দু’বার ইউরোপ সেরাও হন। এরপর কয়েক বছরের জন্য জার্মানির হামবুর্গে পাড়ি জমান। ১৯৮০ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে সাউদাম্পটন ও নিউক্যাসলে খেলেন। ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে তিনি ব্যালন ডি’অর জেতেন। ইংল্যান্ডের হয়ে ৬৩ ম্যাচে ২১টি গোল করেন। ১৯৮২ বিশ্বকাপের দলেও ছিলেন।

ইংল্যান্ডের তো বটেই, ফুটবল ইতিহাসের সেরাদের একজন হিসেবেই বিবেচিত হন। পরে জাতীয় দলের কোচ হয়েছেন। সেখানে অবশ্য খুব একটা সাফল্য পাননি। কোচ হিসেবে সবচেয়ে সফল সময় কাটিয়েছেন নিউক্যাসল ইউনাইটেডে। তাদেরকে প্রিমিয়ার লিগেও তুলেছিলেন। পরে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিরও কোচ হন। কিগানের প্রয়াণ সংবাদ জানিয়ে তাঁর পরিবারের তরফ থেকে লেখা হয়েছে, ‘আমরা কেভিনের চিকিৎসক দলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কঠিন সময়ে আমরা গোপনীয়তা রক্ষার আবেদন জানাচ্ছি।’ লিভারপুলের তরফে লেখা হয়েছে, ‘অদম্য মনোবল ও অবদানের জন্য তাঁর নাম আমাদের ইতিহাসে চিরকাল খোদাই হয়ে থাকবে।’ প্রাক্তন ইংরেজ তারকা অ্যালান শিয়েরার লিখেছেন, ‘আমরা নায়ক। আমার ম্যানেজার। আমার বন্ধু। শান্তিতে ঘুমান।’

পারেদেসদের মারামারির ঘটনা তদন্ত করবে ফিফা

বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষে স্পেনের কয়েকজন ফুটবলারের সঙ্গে আর্জেন্টিনার ফুটবলার ও কোচদের মারামারির ঘটনায় অবশেষে ফিফার আনুষ্ঠানিক বক্তব্য জানা গেল। ওই ঘটনার শাস্তিমূলক তদন্ত শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২১ জুলাইঃ নিউ জার্সিতে ফাইনালে ১০৬তম মিনিটে ফেররান তরেসের গোলে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পায় স্পেন। তবে ফাইনাল শেষে মাঠের ভেতরের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আড়াল করে দেয় ফুটবলীয় লড়াইয়ের অনেক কিছুকেই। ফাইনালে সেদিন স্পেনের ছন্দময় ফুটবল ও বল ধরে রেখে খেলার সামনে অসহায় ছিল আর্জেন্টিনা। লিওনেল স্কালোনির দলের বেশ কজন ফুটবলারকে মাঠে মেজাজ হারাতে দেখা গেছে। এন্সো ফার্নান্দেস তো দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠই ছাড়েন। এছাড়াও হলুদ কার্ড দেখেন ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, আলেক্সিস মাক আলিস্তের, লিসান্দ্রো মার্তিনেজরা। ম্যাচের পরের ঘটনা অবশ্য ছাপিয়ে গেছে সবকিছুতেই। স্পেনের এরিক গার্সিয়া ও গাভিকে

যেভাবে আক্রমণ করেন লেয়ান্দ্রো পারেদেস, তা বলা যায় নজিরবিহীন। এছাড়া নাউয়েল মলিনাকেও দেখা যায় সেখানে সংঘর্ষে জড়াতে। চড়াও হন তিনি রদ্রির ওপরও। এমনকি আর্জেন্টিনার সহকারী কোচ ও প্রাক্তন অধিনায়ক রবের্তো আয়ালাকে দেখা যায় দানি ওলমোকে আঘাত করতে। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি ও অন্য কয়েকজন ফুটবলার পরিস্থিতি শান্ত করতে ছুটে আসেন। ফিফা এখন নিশ্চিত করেছে যে, পরবর্তী কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তারা একটি শাস্তিমূলক পর্যালোচনা শুরু করেছে। ‘‘স্পেন ও আর্জেন্টিনার ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালের প্রাসঙ্গিক ম্যাচ প্রতিবেদনগুলো মূল্যায়নের পর এবং ফিফা ডিসিপ্লিনারি কোড (এফডিসি)-এর ৩৬ নং ধারা অনুসারে, ফিফা ডিসিপ্লিনারি কমিটি ম্যাচ পরবর্তী ঘটনাগুলোর বিষয়ে এফডিসির সম্ভাব্য লঙ্ঘন তদন্ত করার জন্য একজন ডিসিপ্লিনারি অ্যান্ড এথিকস প্রসিকিউটর নিয়োগ করেছে। প্রসিকিউটরের প্রতিবেদন সম্পন্ন হওয়ার পর ফিফা ডিসিপ্লিনারি কমিটির পক্ষ থেকে আরও বিস্তারিত জানানো হবে।’’ তদন্ত শেষ করার জন্য কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। ম্যাচে মাত্র একটি হলেও বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে একতরফা ফাইনালগুলোর একটি ছিল এটি। ১২০ মিনিটেও গোলে একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি আর্জেন্টনা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com